জীবনসঞ্চার।

Booklet! thou art flung into the world
unpruned
Let thy fortune be as God disposeth.

পুস্তিকে, জগতে যাও এই হীন বেশে,
যতটুক কপালে তব যা লিখেছে বিধি।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক প্রণীত।

প্রথম সহস্র।

কলিকাতা

১২৭নং মস্জিদ্ বাড়ীষ্ট্রীট বেদান্তপ্রেসে
শ্রীনীলাম্বর বিদ্যারত্ন দ্বারা
মুদ্রিত । [illegible]

উপহার।

বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু অপূর্ব্ব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,

সমীপেষু

অপূ,

যদি ভিক্ষালব্ধদ্রব্য উপহার দেওয়ায় কিছু দোষ না থাকে তাহা হইলে আমার "জীবনসঞ্চার" তোমার করে অর্পণ করিতে পারি। এ পুস্তকে ভাষা ভিন্ন আমার নিজের আর কিছুই নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার লিখিবার ক্ষমতাও নাই, সুতরাং ভাষাও বিশুদ্ধ হয় নাই।

আমাপেক্ষা পারদর্শী ব্যক্তিকে এপ্রকার একখানি পুস্তক সংকলন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম, কেহই সম্মত না হওয়ায় স্বয়ং লেখনী ধারণ করিতে বাধ্য হইলাম।

স্বজাতির মঙ্গলকামনাই আমার এই পুস্তক প্রণয়নের মূলীভূত কারণ।

ভাই! বাল্যকালে আমি তোমাকে যাহা কিছু দিইয়াছি, তুমি তাহাই সাদরে গ্রহণ করিয়াছ। যৌবনের উপহার গ্রহণে কি অস্বীকৃত হইবে?

কলিকাতা
৫ই জানুয়ারি ১৮৮৪।

তোমারি
"দাদা"।

গ্রন্থকারের বক্তব্য।

সন্তানোৎপাদিকা বৃত্তি সম্বন্ধে লিখিত পুস্তক আমাদের দেশে অতি বিরল; "যৌবনসুহৃদ" ও "জীবনরক্ষক" ভিন্ন আর একখানিও এপ্রকার পুস্তক নাই। সুতরাং আমাদের ভয় হয় পাছে সাধারণে আমাদের জীবনসঞ্চারককে ঘৃণা করেন, পাছে কেহ পুস্তকখানিকে কুরুচির আদর্শস্থল বলেন। দেশে অনেকেরই বিশ্বাস যে সন্তানোৎপাদিকা বৃত্তি সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিবার আছে তাহা তিমিরে আবৃত রাখিতে হয়, যেন তাহা প্রকাশ করিলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। তাঁহারা বিবেচনা করেন যে উক্ত বৃত্তিকে অন্যায়পথে চালিত করিলে যে সকল পাপের উদ্ভব হয়, তাহা জগতে নাই এই প্রকার ভাব দেখাইলে, সেগুলি জগত হইতে অন্তর্হিত হইবে। যেখানে গোপন, সেখানেই [illegible]; জিজ্ঞাসা করি সন্তানোৎপাদন কি পাপ-কার্য্য? তাহা না হইলে এ সম্বন্ধে এত লুকাচুরি কেন?

যাহা কিছু রহস্যময় তাহাই জানিতে মানবমনে স্বভাবতঃ এক প্রকার কৌতূহল জন্মে। বালক

বালসীমাতিক্রম করিয়া সন্তানোৎপাদন-রহস্য জানিতে ব্যগ্র হয়, কিন্তু সে কাহারও নিকট কোন বিবরণ প্রাপ্ত হয় না, অবশেষে সে মনে এক প্রমাদসঙ্কুল ভাব ধারণা করিয়া লয়, নতুবা দুই একখানি অতিশয় জঘন্য, নারকীয় পুস্তকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, ব্যভিচার-স্রোতে গা ঢালিয়া দেয়। ইহা কি ভাল? "ইহা খাইলে অসুখ হয়," "ইহা খাওয়া উচিত," পিতা সন্তানকে এ প্রকার উপদেশ দিতে কুণ্ঠিত হ'ন না; সন্তানোৎপাদিকা বৃত্তি সম্বন্ধে উপদেশ দিলে কি নরকগামী হইতে হয়? সন্তানোৎপাদন কার্য্য হইতে রহস্যাবরণ তুলিয়া লও, ভোজন, শয়ন, নিদ্রা যেমন রহস্যময় নহে, এ কার্য্যটীকে সেই প্রকার করিয়া দাও তখন আর ইহাতে কৌতুহলের কিছু থাকিবে না, নূতনত্ব থাকিবে না, তখন জগতের অনেক পাপ অনেক রোগ-ভোগ কমিবে। প্রাচীন আর্য্যেরা ইহা বুঝিতেন তাই অন্নপ্রাশন, উপনয়ন এবং বিবাহের ন্যায় গর্ভাধানও তাঁহাদের একটী সংস্কার ছিল। ১ম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যক "ব্রাহ্মণ" এ সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন, সকলেরই পাঠ করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

জীবনসঞ্চার।

উপক্রমণিকা।

যে অন্তর্নিহিত বৃত্তির উপর মানবমণ্ডলীর সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে, তৎসম্বন্ধীয় নিয়মাবলী প্রচার করিবার সময় আসিয়াছে। আমরা সন্তানোৎপাদিকা বৃত্তির কথা বলিতেছি। আমাদের ভাবী বংশাবলী তাহাদের সুখ বা দুঃখের ভার, স্বাস্থ্য বা রোগপ্রবণতা, আমাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবে। আমরা উল্লিখিত বৃত্তিকে যে নিয়মে পরিচালিত করিব তদনুসারে আমাদের বংশধরগণ সুখ বা দুঃখ, রোগ বা অনাময়, প্রাপ্ত হইবে। জীবনের বিশুদ্ধ আমোদ, এবং সভ্যতার কলঙ্ক স্বরূপ শত শত মহাপাপ, সকলই কেবল উপর্য্যুক্ত বৃত্তীর উপর নির্ভর করিতেছে।

এই সমুদয় আলোচনা করিলে, স্পষ্টই বুঝা

যাইবে যে এই বৃত্তি সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য আছে, তাহা অবহেলার বিষয় নহে। যে ব্যক্তি মনুষ্য হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করিতে না পারে, এতৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানাভাব যে কতদূর হৃদয়বিদারক তাহা সে বুঝিবে না। অসৎমার্গত্যাগ ও সৎমার্গ অবলম্বনের ক্ষমতা এই জ্ঞানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। মানবের ইহপরলোকের সহিত এই সন্তানোৎপাদিকা শক্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে ইহা জানিলে আমাদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের মধ্যে এতৎবিষয়ের জ্ঞানই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। হায়! ঘৃণা ও লজ্জার দোহাই দিয়া লোকে এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানের কত অন্যায় অবমাননা করিতেছে।

ইচ্ছা থাকিলে, এই প্রকার গ্রন্থের উপযোগিতা প্রতিপাদনার্থ শত শত মানবহিতাকাঙ্খী লেখকগণের মত উদ্ধৃত করিতে পারিতাম। বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই এ গ্রন্থের উপযোগিতা বুঝিতে পারিবেন তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই।

সূচনা।

জরায়ুতে জীবনসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রী পুরুষের জাতিগত বিভিন্নতা আরম্ভ হয়। মানব-বীর্য্যের পরিপক্কতার তারতম্যানুসারে যে গর্ভস্থ প্রাণী স্ত্রী বা পুরুষ হইবে ইহার কোন অর্থ নাই। গর্ভসঞ্চারকালে পরমপিতা যে প্রাণীকে স্ত্রীত্ব প্রদান করিবেন, সে স্ত্রীজাতি হইবে, যাহাকে পুরুষত্ব প্রদান করিবেন সে পুরুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। বিজ্ঞান, স্ত্রীপুরুষের জাতিগতপার্থক্যোৎ-পাদক আর কোনও বিশিষ্ট কারণ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। ভূমিষ্ঠ হইবার কাল হইতেই স্ত্রীপুরুষের জাতিগত বিভিন্নতা লক্ষিত হইয়া থাকে। পণ্ডিতবর্গ নবপ্রসূত বালক ও বালিকা-গণের গুরুত্ব ও দৈর্ঘ্য তুলনা করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে নবপ্রসূত বালিকা-পেক্ষা বালকগণ প্রায় অর্দ্ধসের অধিক ভারী; দৈর্ঘ্যেও বালকগণ বালিকাগণাপেক্ষা ½ ইঞ্চি বড়।

বালক বালিকার বৃদ্ধির নিয়মও পরস্পর বিভিন্ন। বালকের মাংসপেশী সমুচ্চয় বালিকাপেক্ষা ঌ গুণ অধিক সবল হয়। বালকের শরীরে মাংস দৃঢ়-তররূপে সংশ্লিষ্ট থাকে ; বালকের অস্থিও বৃহত্তর হয়। তাহার কণ্ঠাস্থিও বক্রতর হইয়া উঠে। স্ত্রীজাতি অপেক্ষা পুরুষজাতির উরুসন্ধিস্থল অধিক অপ্রশস্ত হওয়ায় বালকগণ অতি সহজে দৌড়াইতে পারে। শরীর-গঠন দেখিলে, পুরুষ যেন জীবনের বাধাবিঘ্নচয় অবলীলা ক্রমে অতি-ক্রম করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পুরুষ এপ্রকার দৃঢ়কায় হইলেও তাহার জীবনকাল স্ত্রীজাতির অপেক্ষা সংক্ষেপ। জগতে বৃদ্ধ পুরুষ অপেক্ষা বৃদ্ধা স্ত্রীর সংখ্যাই অধিক।

যে জাতিগত বিভিন্নতার উপর মানবের সামা-জিক, শারীরিক ও নৈতিক ব্যাপার নির্ভর করি-তেছে, সেই পার্থক্য সৃজন করিবার জগৎপাতার একমাত্র উদ্দেশ্য আছে। কেবল একটী মাত্র কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য এই বিভিন্নতার সৃষ্টি হই-য়াছে। সেই উদ্দেশ্য—সেই কার্য্য—জন্মদান, নূতন

জীবের জীবনসঞ্চার। মানবমনের সমগ্র অভিলাষ ও বৃত্তিচয় এইঅদ্ভুত জন্মদান শক্তির অধীন। এই প্রবৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী, সর্ব্বাপেক্ষা অদমনীয়, এবৃত্তি চরিতার্থ না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। যে দিকে তাকাও দেখিবে, প্রকৃতি এই বৃত্তিকে মানব অস্তিত্বের একমাত্র পবিত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। উদ্ভিদবিৎকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি এপ্রকার শত শত উদ্ভিদের কথা উল্লেখ করিবেন, যাহারা অনুর্ব্বরদেশে জন্মগ্রহণ করায় পল্লবহীন হইয়াও ফুল ও ফল প্রসব করে। প্রাণীতত্ত্ববিৎকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি হীন প্রাণীদিগের মধ্যে অনেক প্রাণীর কথা বলিবেন যাহারা একবার "জন্মদান" দিয়া জীবনত্যাগকরে; যেন কেবল ঐ একমাত্র উদ্দেশ্য সাধন নিমিত্ত তাহাদের জন্ম হইয়াছিল। কতস্থলে এই বৃত্তির ঘোর আবর্ত্তে পতিত হইয়া আত্মরক্ষার বাসনা কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। প্রাণীমাত্রেই এই বলবতী বৃত্তির সার্থকতার সহিত তুলনায়, জীবনকে তৃণজ্ঞান করে; এই বৃত্তির সার্থকতার সহিত যে প্রাণীবিশেষের সম্পর্ক আছে তাহা

নহে, অনন্তকাল ইহার সহিত সম্পৃক্ত। জগতের অধিকাংশ পাপ ও জগতের অধিকাংশ পুণ্য, উভয়ই এই বৃত্তিবশে সাধিত হইয়া থাকে। এই বৃত্তির প্রকৃতি, ও ইহার পরিচালনের নিয়ম অবগত হওয়া আমাদের কতদূর আবশ্যক! স্বাস্থ্যবিজ্ঞান এই জ্ঞানপ্রদান অপেক্ষা মানবের অধিক আর কি হিত সম্পাদন করিতে পারে?

পুরুষ-ধর্ম্মক-কাল।

যৌবনকালে মানবজীবনে যে পরিবর্ত্তন হয় তদ্দ্বারা মানব উৎপাদিকা শক্তি প্রাপ্ত হয়। এই পরিবর্ত্তন সংঘটনের কালকে পুরুষ ধর্ম্মক কাল বলা যায়। এই সময়ে পুরুষদেহে শুক্রের উদ্ভব হইতে আরম্ভ হয়। এই পরিবর্ত্তন হঠাৎ সংঘটিত হয় না। বহুকাল ব্যাপিয়া শরীরের অন্যান্য ক্ষমতাগুলির বৃদ্ধি ও পরিপক্বতার সঙ্গে সঙ্গে এই

পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে। শারীরিক অন্যান্য ক্ষমতা পরিপক্বতা প্রাপ্ত না হইলে, মানব জন্মদান ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় না। এতৎসম্বন্ধীয় নিয়মের জ্ঞানাভাব বা অবহেলন বশতঃ কত কত যুবক বহুসংখ্যক রোগগ্রস্ত হইতেছেন। সুতরাং আমরা এই বিষয়টী সবিস্তারে লিখিব।

বালক যখন যৌবনসীমায় পদার্পণ করে তখন তাহার বাল-স্বভাব সুলভ চাপল্যাদি আর কিছুই থাকে না। গাত্রচর্ম্ম আর পূর্ব্ববৎ কোমল থাকে না, মাংশপেশীসমূহ দৃঢ় হয়, কণ্ঠস্বরের আর সে মধুরত্ব থাকে না, স্বরযন্ত্র বিস্তৃত হওয়ায় স্বর পূর্ব্বাপেক্ষা কর্কশ হইয়া উঠে, অস্থি গুলি কঠিন হইয়া আসে, "আক্কেলদাঁত" বাহির হয়। শরীরের অনেকস্থল লোমাবৃত হয় এবং জননেন্দ্রিয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

ইহা ত গেল শারীরিক পরিবর্ত্তনের কথা, মানসিক পরিবর্ত্তনও অনেক হয়। নূতন প্রকার বাসনা যুবককে উত্তেজিত করিতে আরম্ভ করে, কি যেন পাইবার ইচ্ছা হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলে; যুবক সর্ব্বদাই চঞ্চলচিত্ত থাকে।

দ্বাদশ বৎসর হইতে অষ্টাদশ বৎসর বয়সের মধ্যে পুরুষধর্ম্মক কাল উপস্থিত হয়। নানা কারণ বশতঃ কোন স্থলে শীঘ্র কোথাও বা বিলম্বে মনুষ্য যুবাভাব প্রাপ্ত হয়। উষ্ণ প্রধান দেশের মানবগণ অতিশীঘ্রই যুবাভাব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সে লকল দেশে বাল্যবিবাহও প্রচলিত আছে। অস্মদ্দেশে বালকগণ চতুর্দ্দশ হইতে পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রমের মধ্যেই যুবাভাব প্রাপ্ত হয়। তবে নানা কারণ বশতঃ দুই এক বৎসর অগ্রপশ্চাৎ হইতে পারে। এবিষয়টা, অনেক পরিমাণে স্বভাব, অভ্যাস ও শারীরিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। যে সকল বালক শারীরিক পরিশ্রম করিতে ভাল-বাসে, যাহারা সহজে উত্তেজিত হয় না, তাহা---দিগের জীবনে এই পরিবর্ত্তন অতিবিলম্বে ঘটে। যাহারা দুর্ব্বল তাহারা প্রায় অতিশীঘ্রই যুবাভাব প্রাপ্ত হয়। একথা শুনিয়া অনেকে আশ্চর্য্য হইতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতির অদ্ভুত নিয়মই এই।

এই পরিবর্ত্তন যতবিলম্বে ঘটে ততই ভাল। এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইলে বালকগণ প্রায়ই

হস্তমৈথুন করিতে আরম্ভ করে, এই গর্হিত কার্য্যের অবশ্যম্ভাবী ফল কত ভয়ানক! বালক বা যুবকগণের এই যুবাকালের বিষয় চিন্তা না করাই ভাল। আমাদের মতে পিতা মাতা বা অন্যান্য অভিভাবকগণের অকালে কামোদ্দীপক ব্যাপার হইতে নিরস্ত হইবার উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রকৃতির নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে বালকগণ যাহাতে যুবাভাব প্রাপ্ত না হয় তদ্বিষয়ে অভিভাবকগণের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। আমরা নিম্নে কতকগুলি নিয়ম দিতেছি অভিভাবকমাত্রেরই এই নিয়মানুসারে কার্য্য করা উচিত। প্রত্যেক বালকেরই নিয়মিত রূপে ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য; আজি কালি প্রায় সকল বিদ্যালয়েই ব্যায়ামের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এবং সামান্য ব্যয়ে প্রত্যেক গৃহেই ব্যায়ামের আয়োজন হইতে পারে। সর্ব্বদা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকা আবশ্যক; লিঙ্গের চতুর্দ্দিক, বিশেষতঃ লিঙ্গাগ্রত্বক সরাইয়া তন্নিম্নদেশ উত্তমরূপে প্রক্ষালিত করা চাই। পিতা মাতা বা অন্যান্য অভিভাবকগণকে আমরা অনুরোধ করিতেছি যেন তাঁহারা অন্যায় লজ্জার

ভয়ে এই নিয়মের বিপরীত কার্য্য না করেন। যাহাতে লিঙ্গাগ্রভাগ চুলকাইতে না হয় তাহা করা কর্ত্তব্য। নিতান্ত কোমল শয্যা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। এক শয্যায় দুই বা তিন জন বালককে একত্রে শয়ন করিতে দিতে নাই; প্রত্যেককে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে শয়ন করিতে দিলেই ভাল হয়। বালকগণ যাহাতে কোনমতে অশ্লীল ভাব ভঙ্গী করিতে না পায় সে দিকে দৃষ্টি থাকা চাই। শয়নগৃহ যেন বেশ শীতল থাকে; তাহাতে বায়ু সঞ্চালনের উপায় থাকাও চাই। শয়নের পূর্ব্বে প্রত্যেক বালকেরই মূত্রত্যাগ করা কর্ত্তব্য। "চিত" হইয়া নিদ্রা যাওয়া নিতান্ত অনুচিত; কেন না তাহাতে কামোদ্দীপন হইতে পারে। বালকগণকে শাস্তি দিবার মানসে বেত্রাঘাত করা কর্ত্তব্য নহে; ইহাতেও কামোদ্দীপন হইবার সম্ভব। অশ্লীল বাক্য ও অশ্লীল কার্য্যকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। আমাদের পৌরাণিক ইতিবৃত্তে, প্রাচীন কাব্য পুস্তকে এবং আধুনিক উপন্যাস সমূহে অনেক অশ্লীল ভাব সন্নিবেশিত আছে। এই সকল পুস্তক

যাহাতে বালকগণের হস্তে না পড়ে তদ্বিষয়ে সযত্ন থাকা উচিত।

কাম।

কাম কি? ইহা কি স্বর্গের বিমল জ্যোতি না নরকের ভীষণ অনলশিখা? ইহা কি পতিত-মানবজাতির সনাতন পরিচায়ক? কখনই না; আমাদের চতুঃপার্শ্বস্থ উদ্ভিদ ও জীববৃন্দের ক্রিয়া-কলাপ দেখিয়া আমরা কামকে নারকীয় প্রবৃত্তি বলিতে প্রস্তুত নহি। এই কামবৃত্তি হইতে কত কত মহান্ বৃত্তির জন্ম, এই কাম বৃত্তিই মনুষ্যকে কতশত পবিত্র ব্যাপার অনুষ্ঠান করিতে প্রণোদিত করে! জ্ঞানীমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে পরমেশ্বর দত্ত এই কামবৃত্তি সুনিয়মে পরিচালিত করিলে জগতের অসংখ্য উপকার করা যায়; জ্ঞানীমাত্রেই এইবৃত্তিকে নিয়মিত রূপে পরিচালিত করিতে যত্নবান হইবেন।

যুবাকাল প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই কামবৃত্তির

উদ্ভব হয়, এমন নহে। অনেক পূর্ব্বেও ইহা বিদ্যমান থাকিতে পারে। নিতান্ত শিশুগণেরও লিঙ্গোচ্ছাস হইতে দেখা যায়। সাত আট বৎসর বয়ঃক্রম হইতেই অনেকে হস্তমৈথুন করিতে আরম্ভ করে। কামবৃত্তিউদ্ভবের কোনও নির্দ্দিষ্ট সময় নাই।

এই হিতকরী বৃত্তিকে নির্ম্মূল করিবার চেষ্টা প্রশংসনীয় নহে। সুনিয়মে পরিচালিত করিলে ইহা হইতে হিত ভিন্ন অহিত হইবার সম্ভব নাই। যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক বা কোন ব্যাধি বশতঃ সন্তানোৎপাদিকা শক্তি হারায় তাহারা প্রায়ই নিষ্ঠুর ও প্রতারক হয়। তাহাদের মানসিক ক্ষমতা-নিচয় পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। তাহাদের সাহস ও সহিষ্ণুতা থাকে না। খোজাগণ ইহার জ্বলন্ত উদাহরণ। এই সকল পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মিবে যে সন্তানোৎপাদিকাশক্তি হীন ব্যক্তিগণ তাহাদের প্রকৃতির কোনও প্রকৃষ্ট অংশ হারাইয়াছে। কাম বৃত্তি ভিন্ন আর কোন্ বৃত্তি আশু আনন্দ ও ভবিষ্যতে হিত প্রদান করিতে পারে?

কামবৃত্তির উদ্ভবের সময় পিতামাতা বালকগণকে সর্ব্বদা সাবধানে না রাখার ফল কত ভীষণ। কত মানসিক কষ্ট, কত শারীরিক ব্যাধি, কি ভয়ানক নৈতিক অবনতি পিতামাতার ঔদাস্য হেতু সতত ঘটিতেছে। এই পবিত্র কামবৃত্তি অন্যায় পথে পরিচালিত হইয়া কত পৈশাচিক নারকীয় ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠানের সহায়তা করিতেছে! লিখিতে হৃদয় স্তম্ভিত হয়, প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, কিন্তু আমাদের বিদ্যালয়স্থ বালকগণের নৈতিক অবস্থার কথা না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। বিদ্যালয়ের বালকগণ এ পর্য্যন্ত যত বিবাদ করিয়াছে, অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যাইবে যে সেই সমস্ত বিবাদের মূলে বলবতী অবৈধ কামেচ্ছা বর্ত্তমান আছে। নরপিশাচ পুংমৈথুনকারীদিগের হস্তে সুন্দর বালকদিগের নিস্তার নাই। সহজে তাহাদিগের পাপ ইচ্ছা চরিতার্থ করিতে সম্মত না হইলে সেই হতভাগাগণ ছুরিকাঘাতে সুন্দর বালকগণের জীবন হরণ করিবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করে। এই পাপস্রোত নিবারণের কি উপায় নাই?

দেশহিতৈষি! তোমার রাজনৈতিক উন্নতির চেষ্টা ক্ষণকালের নিমিত্ত দূরে ফেলিয়া রাখ! যে বালকগণ ভারতের ভবিষ্য আশা তাহাদিগকে এই পাপপঙ্ক হইতে উত্তোলন কর। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ, তোমরাও নিদ্রিত রহিও না। পবিত্র বিদ্যামন্দিরের এই কলঙ্ক অপসারিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হও। অভিভাবকগণ! তোমরাও নিশ্চিন্ত রহিও না।

উৎপাদিকা শক্তি।

পুরুষ ধর্ম্মককাল এবং উৎপাদিকা শক্তি দুইটী সতন্ত্র পদার্থ। পুরুষ ধর্ম্মক কাল মানব জীবনের পরিবর্ত্তনের সময়। পুরুষ ধর্ম্মক কালের সুচনা হইতে মানবায়ব প্রকৃষ্টরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। যখন সর্ব্বায়ব পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় যখন অস্থি সকল কঠিন হইয়া উঠে, যখন প্রথম যৌবনের ভিত্তিহীন বাসনার পরিবর্ত্তে; সংসার, পুত্র এবং একজন সঙ্গিনী প্রাপ্তির বাসনা হৃদয়ে

উদিত হয় সেই সময়ে উৎপাদিকা শক্তির সঞ্চার হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই সময় হইতে পুরুষের ইন্দ্রিয়বৃত্তি পরিচালনা করা কর্ত্তব্য। নৈতিক ও সামাজিক নিয়ম এবং পবিত্র মানসিক বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া ইন্দ্রিয় চালনা করা কর্ত্তব্য। উৎপাদিকা শক্তি সঞ্চারের প্রারম্ভেই যুবকমাত্রেরই নিম্ন লিখিত অমূল্য উপদেশ বাক্যটী স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। "যে পরিমাণে মানব শুদ্ধ পাশব বৃত্তি চরিতার্থ করিতে ব্যগ্র হইয়া স্ত্রীর সহিত পবিত্র আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ভুলিয়া যায়, সেই পরিমাণে তাহাকে পশুর সহিত উপমিত করা যাইতে পারে।

শুক্রের অবস্থা দর্শন করিলেই উৎপাদিকা শক্তির সঞ্চার অনুভব করিতে পারা যায়। মানব শুক্রে বহুল চঞ্চল কীটাণু দৃষ্ট হয়। এই কীটাণুগুলিই শুক্রের সন্তানোৎপাদিকা শক্তির কারণ। একটীমাত্র শুক্রকীটদ্বারা গর্ভোৎপন্ন হইতে পারে। যাহারা অত্যল্পকাল যুবাভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের, এবং বৃদ্ধ লোকদিগের শুক্রে এই কীটাণুর সংখ্যা অনেক কম; এবং

সে গুলি চঞ্চলও নহে। যাহাদের শুক্রে এই কীটাণু গুলির অসদ্ভাব আছে, তাহাদিগের সন্তানোৎপাদিকা শক্তি নাই। অনুবীক্ষণ দ্বারা এই কীটাণু গুলি পরিলক্ষিত হইতে পারে। অণ্ডকোষ মধ্যে রক্ত হইতে এই শুক্র সৃষ্ট হয়।

পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বীর্য্য সতেজ থাকে; তাহার পর হইতে ইহার তেজ হ্রাস হইয়া আইসে। কোন কোন ব্যক্তির আবার মধ্যে মধ্যে শুক্রের তেজ থাকে না। পুরুষ ধর্ম্মক কাল প্রাপ্তির পর হইতে কোষ মধ্যে শুক্র প্রস্তুত হইতে থাকে; এবং সময়ে সময়ে নিদ্রাকালে শুক্র নিঃসৃত হইয়া যায়। এই ব্যাপারে অনেক যুবক ভীত হইয়া উঠেন; কিন্তু ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। মলমূত্রনিঃসারণের ন্যায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শুক্র নিঃসরণও চাই। এই প্রকার শুক্র নিঃসরণ হইলেই রতিশক্তি সঞ্চার হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তবে শুক্রের অবস্থার প্রতিও দৃষ্টি রাখা চাই।

উৎপাদিকাশক্তি সঞ্চারের প্রারম্ভ হইতেই যাহাতে সর্ব্বদা কামোদ্দীপন না হয় তদ্বিষয়ে

যত্নবান থাকা কর্ত্তব্য। কামোদ্দীপনের আধিক্য যে সুন্দর স্বাস্থ্যের পরিচায়ক এরূপ বিশ্বাস ভ্রমাত্মক। কুষ্ঠ, যক্ষ্মা ও অন্যান্য কঠিন রোগের প্রারম্ভে অতিশয় কামোদ্দীপন হয়।

উৎপাদিকা শক্তি প্রাপ্তি কালে যে সকল যুবকের স্বাস্থ্যের অবস্থা উত্তম থাকে তাঁহাদিগকে আমরা অধিক উপদেশ দিতে ইচ্ছুক নহি। তাঁহারা যেন ইন্দ্রিয়বৃত্তি অধিক পরিমাণে চালনা না করেন। এবং যদ্যপি তখনও তাঁহারা অবিবাহিত থাকেন তাহা হইলে তাঁহারা মনেও যেন অপবিত্র চিন্তাকে স্থান না দেন। মনের সহিত শরীরের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। মন্দচিন্তা শরীর ও মন উভয়কেই নষ্ট করে। প্রৌঢ় ব্যক্তিগণকেও আমরা এই উপদেশ দিতেছি যে তাঁহারা চির-কালের জন্য রতিশক্তি প্রয়োগ ইচ্ছা ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হউন। যত বয়ঃক্রম বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে ততই তাঁহারা কামবৃত্তির অধী-নতা ত্যাগ করিয়া যে সকল মানব হিতকর কার্য্য জীবনের অলঙ্কার স্বরূপ সেই সকল কার্য্যে ব্যাপৃত হউন।

রতিশক্তি বহুকাল পর্য্যন্ত সতেজ রাখিবার চেষ্টা করা উচিত। কেননা উহার সহিত মানব-স্বাস্থ্য অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ।

যে সকল নিয়ম অনুসরণ করিয়া কার্য্য করিলে উৎপাদিকা শক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক কাল স্থায়ী হয় সে সকল নিয়ম পালন করা সকলেরই উচিত।

উৎপাদিকা শক্তি ২৫ বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে সম্পুর্ণরূপে সঞ্চারিত হয় ও ৪৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সতেজ থাকে। এই ২০ বৎসর কাল মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা নিচয় সতেজ থাকে। এই সময়ের মধ্যে তাহার যে সকল সন্তান উৎপন্ন হয় তাহারা সতেজ হইয়া থাকে। ২৫ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে শুক্র পরিপক্কতা প্রাপ্ত হয় না, ৪৫ বৎসরের পর কামবৃত্তি প্রবল থাকে না।

নিয়মমত যত্ন করিলে যে ৪৫ বৎসরের পরও উল্লিখিত শক্তি সতেজ থাকিতে পারে তাহার দুই একটী দৃষ্টান্ত আছে। এক ব্যক্তি ৯৯ বৎসর বয়ঃক্রমের পর বিবাহ করিয়া ১০১ বৎসর সময় একটী সন্তানোৎপন্ন করিতে সক্ষম হন। আর

একজন ৮৪ বৎসর সময়ে বিবাহ করিয়া আটটী সন্তানের জন্মদান করেন!

উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে ৪৫ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু এটী নিশ্চিত নিয়ম নহে। কেহ বা ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, কেহ বা ইহার কিছুকাল পরে শক্তিহীন হয়েন। একবার হ্রাস হইতে আরম্ভ হইলে এই শক্তিকে পূর্ব্বাবস্থায় রাখিবার চেষ্টা বৃথা। অল্পে অল্পে লিঙ্গোচ্ছাস নিরস্ত হয়, শুক্রেরও আর তেজ থাকে না, রিপুও হীন হইতে আরম্ভ হয়। যৌবন প্রারম্ভে প্রণয়, বৃত্তি বিশেষের সহিত সংসৃষ্ট থাকে, প্রৌঢ়াবস্থায় প্রণয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় কিন্তু সে সময় পরিবারবর্গের উপর সেই প্রণয় ছড়াইয়া পড়ে। বার্দ্ধক্যে প্রণয়ের সহিত পাশবর্বৃত্তির সম্পর্ক না থাকাই প্রশংসনীয়। তখন আধ্যাত্মিক প্রণয়ের অবতারণার সময় উপস্থিত

হয়। বৃদ্ধ কালেও কামবৃত্তির উত্তেজনা হইবার দুইটী কারণ থাকিতে পারে; ১ম।—মূত্রাশয়ে বা লিঙ্গপার্শ্বে কোন রূপ "চুলকানির" উদ্ভব। ২য়।—যৌবনের লাম্পট্য স্বভাবের পূর্ব্বস্মৃতি।

রতিশক্তির হ্রাসের সহিত মানবজীবনে ঘোরতর পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হয়। এই সময়ে মানব বহুরোগে আক্রান্ত হইতে পারে; সুতরাং যাহাতে বহুদিন পর্য্যন্ত এই শক্তিকে সবল রাখিতে পারা যায় তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত। আমরা নিম্নে কতকগুলি নিয়ম নিবিষ্ট করিয়া দিতেছি। যাঁহার বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত সবল থাকিবার ইচ্ছা আছে তাঁহাকে যুবাকাল হইতে তদ্বিষয়ে যত্নবান হইতে হইবে। যুবাকাল লাম্পট্যে কাটাইয়া বৃদ্ধকালে সবল থাকিবার ইচ্ছা দুরাশা-মাত্র। যৌবনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত বৃদ্ধকালে হয়।

এদিকে যুবাকাল যত শীঘ্র উপস্থিত হইবে ওদিকে উৎপাদিকাশক্তিও তত শীঘ্র হ্রাস পাইবে। যৌবনে প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিলে বার্দ্ধক্যে তাহার ফল পাইতে হইবে। অবিবাহিতই হউন

বা বিবাহিতই হউন যুবকগণকে আমরা সাবধান করিয়া দিতেছি। যুবকমাত্রেই উৎপাদিকাশক্তি প্রাপ্ত হইলে বিবাহ করেন ইহা আমাদের অভিপ্রেত। বিবাহের পরও কেহ যেন ভোগাধিক্য না করেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কামবৃত্তিকে প্রশ্রয় দান না করিবার চেষ্টা করা চাই। স্ত্রী সহবাসের পর যদি শরীর নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে তাহা হইলে রতিকার্য্য কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখা উচিত। বহুকাল স্থায়ী বিচ্ছেদের পর স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হইলে, রতিক্রিয়া একটু বিবেচনা পূর্ব্বক করা চাই। কেননা অনেক দিনের পর হঠাৎ স্ত্রী সহবাস আরম্ভ করিলে বিশেষ পীড়া হইবার সম্ভব।

কতকগুলি পীড়া হইলে অতি ভোগের বাসনা প্রবল হইয়া উঠে। অর্শ, চুলকানী, পাথরী লিঙ্গপ্রদাহ ইত্যাদি রোগে কামেচ্ছা অতিশয় বলবতী হয়, সুতরাং এই সকল পীড়া বশতঃ রতি শক্তি হ্রাস হইয়া যায়। অনেক স্থলে মস্তিষ্কের পীড়া বশতঃ কামবৃত্তি সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠে। যক্ষ্মা ও কুষ্ঠরোগের প্রার-

ষেই অযথা রতিপ্রবৃত্তি উদ্ভূত হয়। পীড়া বশতঃ কামেচ্ছার আধিক্য হইলে কোন একজন সুবিজ্ঞ চিকিৎসককে সমস্ত অবস্থা বলা উচিত। ঔষধ সেবনে অন্যায় কামেচ্ছা দমিত হইয়া উৎপাদিকা শক্তি অক্ষুন্ন অবস্থায় রহিয়া যাইতে পারে।

মানসিক পরিশ্রমের আধিক্য হইলেও উৎপাদিকা শক্তি শীঘ্র হ্রাস পায়। বহুকাল ব্যাপিয়া যাহারা অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতে অভ্যস্ত, তাহাদের উৎপাদিকা শক্তি বহুকাল স্থায়ী হয় না। যে সকল কার্য্য করিতে হইলে কেবল বসিয়া থাকিতে হয় কিম্বা অনবরত হাঁটিতে হয়, অনেকদিন ধরিয়া সে সকল কার্য্য করিলে রতিশক্তির বিশেষ ক্ষতি হয়। আট দশ বৎসর অন্তর দেশ ভ্রমণ খুব ভাল। কামেচ্ছা উত্তেজিত হয় এপ্রকার কোন কার্য্য করা উচিত নহে। অনেক গুলি দ্রব্য আছে যাহা খাইলে কামেচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে। সে সকল খাদ্য ব্যবহার না করাই কর্ত্তব্য।

ফল, মুল, উদ্ভিজ্জাদি সেবনে কামেচ্ছা দমিত হয়, কিন্তু ইহা সেবনে শারীরিক বল ও কথঞ্চিৎ

পরিমাণে কমিয়া যায়। নিরবচ্ছিন্ন মাংসাহারও কোন মতে প্রশংসনীয় নহে। উদ্ভিজ্জাদির সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণে মাংসাহার করিলে শরীরের উপকার ভিন্ন অপকার হইবে না। মৎস্য, ডিম্ব ইত্যাদি অনেকে উপকারী বিবেচনা করিয়া থাকেন। মৎস্যে Phosphorus (প্রস্ফুরক) অল্প পরিমাণে আছে, সুতরাং তাহা সেবনে রতিশক্তি উত্তম অবস্থায় থাকিতে পারে; কিন্তু অধিক পরিমাণে সেবন করিলে কামেচ্ছা বলবতী হইবার সম্ভব।

যাহা কিছু আহার করা যাইবে তাহার সহিত অধিক পরিমাণে ঝাল মসলাদি মিশ্রিত করা উচিত নহে। তবে ঝাল মসলার নিতান্ত অভাবও প্রশংসনীয় বলিতে পারি না।

সুরাপান করিলে উৎপাদিকা শক্তি শীঘ্রই অপনীত হইতে থাকে। কফি পরিমিতরূপে সেবন করিলে রতিশক্তি বৃদ্ধি পায়, কিন্তু অধিক পরিমাণে সেবন করিলে রতিশক্তি হীন করিয়া তুলে। তামাক অতিশয় ক্ষতিকর। তামাক সেবনে নিশ্চয়ই রতিশক্তি নষ্ট হয়। তামাক

স্বপ্নদোষের জন্মদাতা। সিদ্ধি বা অন্যান্য মোদক দ্রব্যও বিশেষ হানিজনক। Phosphorus, Cautharides ধারক ও বিরেচক ঔষধ, ব্লিষ্টার এবং টার্পিন সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের ব্যবস্থা লইয়া ব্যবহার করা উচিত। এইসকল ব্যবহারে অন্যায় কামোদ্দীপন হয়। অনেকে ইচ্ছাপূর্ব্বক কামোদ্দীপক ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু এই সকল ঔষধ নিতান্ত ক্ষতিজনক। আজি, কালি, সংবাদপত্রে রতিশক্তি বৃদ্ধিকারক ঔষধের বিজ্ঞাপন দেখিয়া অনেকে সেই সকল ঔষধ ক্রয় করিয়া থাকেন; আমরা সকলকেই এবিষয়ে সাবধান করিয়া দিতেছি। কর্পূর, যবক্ষার (সোরা) Bromide of Pottassium ব্যবহার করিলে কামেচ্ছা কমিয়া আসে; কিন্তু এ সকল ব্যবহার করিলে অনেক স্থলে অপকারও হইতে পারে, সুতরাং চিকিৎসকের পরামর্শ না লইয়া এ সকল ঔষধ ব্যবহার করা কোনমতে উচিত নহে। হরিতকী সেবনে কামেচ্ছা হীন হয়, কিন্তু উহাতে রতিশক্তির বিশেষ অনিষ্ট হয়।

আমাদের দেশে, তামাক ও মদ লোকের সর্ব্বনাশ

করিতেছে। তামাক ও মদ সেবনকারী যে কেবল স্বয়ং শক্তিহীন হইয়া পড়ে তাহা নহে, তাহার সন্তানসন্ততিগণও পিতৃপাপের ফলভোগ করিয়া থাকে। কেরাণীগিরি ও সরকারী করাই আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের অদৃষ্টে ঘটিয়া থাকে। এই দুই কার্য্যই রতিশক্তির হ্রাসকারক। কেন না কেরাণীগিরিতে সমস্তদিন বসিয়া থাকিতে হয় এবং সরকারীতে সারাদিন ঘুরিতে হয়। জল, বায়ুর দোষে বাঙ্গালী নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে, অনেকের এই বিশ্বাস; তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে কেরাণী ও সরকারগণের সন্তান সন্ততি সতেজ হইতে পারে না। অনেকে আবার সকল দোষই বাল্যবিবাহের স্কন্ধে ন্যস্ত করিতেছেন। তাঁহারা বোধ হয় তামাক ও সুরাবিষের কথা ভ্রমেও ভাবিয়া দেখেন না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে রতিশক্তির সহিত শরীরের সমস্ত বৃত্তির বিশেষ সম্পর্ক আছে। জননেন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় কোনও পীড়া হইলে, শরীরে অন্যান্য অনেক প্রকার ব্যাধির উদ্ভব হইতে পারে। মনও নিস্তার পায় না। কামবৃত্তিকে

অপরিমিতরূপে প্রশ্রয় প্রদান করিলে অনেক ব্যাধির উৎপত্তি হয়। অনেক চিকিৎসক ব্যাধির এপ্রকার কারণ নির্দ্দেশ করিতে লজ্জা অনুভব করেন। কিন্তু আমাদের মতে এপ্রকার অন্যায় লজ্জা পরিহার করা উচিত।

অবিবাহিতাবস্থার সুবিধা ও অসুবিধা।

বিবাহ করিবার পূর্ব্বে, বিবাহ করা উচিত কি অনুচিত তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা বিধেয়। আমরা নিম্নে বিবাহিত ও অবিবাহিত অবস্থার সুবিধা ও অসুবিধা তুলনা করিয়া দেখিব।

দেহের বিনাশের সহিত যদি মানবের সমস্ত ফুরাইয়া যাইত, তাহা হইলে বিবাহ না করাকে আমরা অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতাম। কিন্তু ইহলোকের এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনই মনুষ্যের সর্ব্বস্ব নহে; এ জীবনের পর আর এক অনন্তজীবন আছে। সেই জীবনের সুখভোগ চেষ্টা এ জীবনে করিতে হইবে।

অবিবাহিত থাকিলে যে কোন মহৎ কার্য্যে হৃদয়ের সহিত যোগ দিতে পারা যায়। বিবাহিত হইলে, স্ত্রী-পুত্র-পালন-চিন্তায় বিব্রত হওয়ায় অনেক সময় বৃথায় নষ্ট হয়। জগতে যাঁহারা মহৎ-ব্যাপার অনুষ্ঠান করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অবিবাহিত ছিলেন। নিউটন,কাণ্ট ইত্যাদি তাহার প্রমাণ স্থল।

ব্যয়সংক্ষেপের অনুরোধে অনেকে বিবাহ হইতে নিরস্ত হ'ন। কিন্তু এরূপস্থলে প্রায়ই কুনীতির প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন রোমের পতনের পূর্ব্বে বিবাহপ্রথা তথা হইতে প্রায় উঠিয়া গিয়াছিল। রোমের পতনের বিশিষ্ট কারণও তাই।

অনেকে বলেন যে "এ সাধের স্বাধীন জীবন কেন বিবাহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিব? অবিবাহিত অবস্থায় আমার যাহা ইচ্ছা আমি তাহাই করিব, কাহার নিকট কারণ দর্শাইতে হইবে না, নিজের ভিন্ন অন্য কাহারও সুবিধার দিকে আমার দৃষ্টি করিয়া কার্য্য করিতে হইবে না। আমার নিজ গৃহে আমি একাধীশ্বর হইয়া রাজত্ব করিব;

'সাধের প্রাণে কোন্ প্রাণে ফাঁসি পরাইব' ?", এ সকলি সত্য। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা অবিবাহিত অবস্থায় কি মনের সুখে আছেন ?

কতকগুলি লোকের অবিবাহিত থাকা কর্ত্তব্য। তবে অধিকাংশ লোকের বিবাহ করা উচিত। এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা স্ত্রীজাতিকে বিষ নয়নে দেখিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিবাহ না করাই উচিত। অবিবাহিতাবস্থায় যাঁহাদের পিতা, মাতা, ভ্রাতা ইত্যাদি পরিবার বর্গের ভরণ-পোষণ ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে তাঁহারা বিবাহ না করিলে দোষ নাই। যে সকল পীড়া পুরুষাণুক্রমে সংক্রামিত হইতে পারে সে সকল ব্যাধি বিদ্যমানে বিবাহ করা নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ। ধ্বজভঙ্গ রোগগ্রস্ত ব্যক্তির বিবাহ করিতে নাই। যাঁহার, মানবহিতার্থে, ঈশ্বর চিন্তায় কিম্বা শাস্ত্র-চর্চ্চায় জীবন উৎসর্গ করিবার ইচ্ছা আছে তাঁহার বিবাহ না করাই উচিত। যিনি হৃদয়ের সমুদায় বাসনা, সমুদয় বৃত্তি কেবল একমাত্র মহৎ কর্ম্মে নিবিষ্ট করিতে পারেন তিনি অবিবাহিত থাকিলে

ক্ষতি নাই। কিন্তু শুদ্ধ অবিবাহিত থাকিলেই চলিবে না হৃদয়ের পবিত্রতা চাই। অবিবাহিত থাকিয়া যিনি লাম্পট্য দোষে দূষিত, কিম্বা মনেও পাপচিন্তার অবতারণা করেন তাঁহার ন্যায় পাপী আর জগতে নাই। শুদ্ধ সেই ব্যক্তিকে আমরা পূজা করিব—যিনি অবিবাহিত থাকিয়া মনেও পাপচিন্তা না করেন। ব্যভিচার বা হস্তমৈথুন না করিলেই সদাচারী হয় না, যাহার হৃদয়ে নরক বর্ত্তমান আমরা তাহাকে কি করিয়া স্বর্গবাসী বলিব? অনেকে বলেন যে বিবাহ না করিলে প্রমেহ রোগজন্মে, ইন্দ্রিয় ক্ষমতা হ্রাস পায়; একথা সত্য নহে। যাঁহারা অবিবাহিতাবস্থায় মনেও পাপচিন্তা না করেন তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়চয় সতত সবল থাকে, তাঁহারা কোন ব্যাধিগ্রস্ত হন না। কিন্তু যাহাদের হৃদয় পিশাচের আবাসভূমি তাহারা নিশ্চয়ই নানা ব্যাধিগ্রস্ত হয়, তাহাদের ইন্দ্রিয়চয়ও শীঘ্র শক্তি হীন হইয়া পড়ে।

দীর্ঘজীবী হয় কাহারা?—বিবাহিত লোকেরা না অবিবাহিত লোকেরা? ফ্রান্স, ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড এবং আমেরিকার বিবরণ পাঠে জানা যায় যে

তথায় সত্তর বৎসর বয়স্ক বিবাহিত লোকের সংখ্যা ঐ বয়সের অবিবাহিত লোক সংখ্যার দ্বিগুণ। ইহার কারণ কি? বিবাহিত ব্যক্তি প্রায়ই ইন্দ্রিয়ভোগের আধিক্য হইতে বিরত থাকেন। তাঁহার খাদ্যাদিও বিশেষ যত্ন সহকারে প্রস্তুত হইয়া থাকে। তিনি পীড়াগ্রস্ত হইলে তাঁহার জীবন-সঙ্গিনী প্রাণপণে তাঁহার শুশ্রূষা করেন। সুস্থ অবস্থায় পাছে তাঁহার কোন প্রকার পীড়া জন্মে সেই আশঙ্কায় তাঁহার স্ত্রী কত যত্ন করেন! সতত কার্য্যে মননিবিষ্ট থাকায় তাঁহাকে চিন্তাবিষে জর্জ্জরীভূত হইতে হয় না। সন্তান সন্ততির আনন্দপূর্ণ মুখ দেখিয়া তাঁহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। পুত্র কন্যাগণের ক্রীড়া কৌতুক সন্দর্শনে তিনি যেন তাঁহার বাল্যকাল আবার ফিরিয়া পান।

অবিবাহিত ব্যক্তির জীবনের কাহিনী ইহার বিপরীত। হস্তমৈথুন করিয়া সে তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ করিয়া ফেলে। কামবৃত্তিকে দমন না করিয়া সে ঘৃণার্হব্যভিচার স্রোতে গা ঢালিয়া দেয়। অধিকাংশই উন্মাদগ্রস্ত হয় কাহারা? অবিবাহিত

ব্যক্তিগণ। প্রায়ই আত্মহত্যা করে কাহারা? অবিবাহিত ব্যক্তিগণ।

তাই আমরা বলিতেছি যে যিনি অবিবাহিত অবস্থায় হৃদয়ের পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারিবেন না, তাঁহার বিবাহ করাই কর্ত্তব্য। না করিলে তাঁহাকে শত শত রোগগ্রস্ত হইয়া নরকযন্ত্রনা ভোগ করিতে হইবে। অবিবাহিত অবস্থায় হৃদয়ের পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারেন এ প্রকার মনুষ্যসংখ্যা নিতান্ত অল্প। আমাদের ইচ্ছা যে সকলেই উৎপাদিকাশক্তি প্রাপ্ত হইয়া বিবাহ করেন।

হস্তমৈথুন।

হস্তমৈথুন প্রায় বালকদিগের মধ্যেই প্রবল। তবে এমন অনেক বৃদ্ধ লোকও দেখা গিয়াছে যাহারা এই পাপের বশীভূত হইয়া আছে। ইহার অনুপকারিতা সম্বন্ধে চিকিৎসকগণের মতভেদ আছে। অনেকে বলেন যে প্রায় অধিকাংশ বালক ও যুবকেই হস্তমৈথুন করিয়া থাকে অথচ

তাহারা বিশেষ কোন ব্যাধিগ্রস্ত হয় না, সুতরাং এ সম্বন্ধে কিছু লিখিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু অধিকাংশ চিকিৎসকের মত যে এই গর্হিত অনুষ্ঠানের ফল অতিশয় শোচনীয়। ইহা করিলে মানসিক বৃত্তিনিচয় ক্ষীণভাব ধারণ করে এবং নানাবিধ দুশ্চিকিৎস্য রোগের সঞ্চার হয়। মনে ঘৃণিত স্বার্থপরতার উদ্রেক হয়, উন্নতচিন্তা বা মানবমঙ্গলেচ্ছা হৃদয়ে স্থান পায় না। অসৎচিন্তা জীবনের সহচর হইয়া উঠে। কথোপকথনেও অসৎপ্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। পুস্তকের অসৎ অংশই পড়িতে প্রবৃত্তি হয়। স্ত্রীলোকের মুখপানে চাহিতে লজ্জাবোধ হয় এবং স্ত্রীলোকের প্রতি ঘৃণাভাবের সঞ্চার হয়। হস্তমৈথুনকারী উন্মাদগ্রস্ত হইতে পারে, তাহার উন্মত্ততা প্রায়ই আরোগ্য হয় না।

এই সকল জানিতে পরিয়াও কি অভিভাবকগণ সাবধান হইবেন না? বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রই এই ঘৃণিত অনুষ্ঠানে অভ্যস্ত। ইহার ফল কত ভীষণ তাহা না জানিয়াই বালকগণ ইহাতে রত হয়। এই কার্য্য যে কতদূর বিভীষিকাময়

তাহা বালকগণকে অবগত করাইলে তাহারা কোন মতেই ইহাতে রত হয় না।

অতি অল্পবয়সেই বালকগণ হস্তমৈথুন করিতে আরম্ভ করে। একবার অভ্যাস জন্মিয়া গেলে এ কার্য্য হইতে বিরত হওয়া কঠিন। অভিভাবকগণ একটু সাবধান হইলে এই কুঅভ্যাস জন্মাইতে পারে না। বাল্যকালে ভৃত্য ও মন্দসঙ্গীগণই এই পাপকার্য্যের শিক্ষাদেয়, যুবাভাব প্রাপ্তির সময়ে কামেচ্ছা প্রবল হওয়ায় অনেকে এই ঘৃণিত অনুষ্ঠান আরম্ভ করে। অভিভাবকগণের স্পষ্ট উপদেশ দেওয়া উচিত। এরূপ কার্য্য হইতে বিরত হইবার জন্য ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করা আবশ্যক। আমরা ৯।১০ পৃষ্ঠায় যে সকল নিয়ম সন্নিবেশিত করিয়াছি সে সকল নিয়ম লঙ্ঘন করা কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। অঙ্কশাস্ত্রের প্রভৃত আলোচনা প্রশংসনীয়। অঙ্কশাস্ত্রে মন নিবিষ্ট হইলে কাম প্রবল হইবার অবসর প্রাপ্ত হয় না। প্রণয়ের কাহিনী ও প্রণয়ের কবিতা বালকদিগকে পাঠ করিতে দেওয়া উচিত নহে।

যাঁহারা এই অভ্যাস ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক,

তাঁহারা প্রথমে মনকে পবিত্র করিবার চেষ্টা করুন। কামোত্তেজক খাদ্য ত্যাগ করুন। কোনও এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে এই পাপানুষ্ঠানের ইচ্ছা বলবতী হয়, সেই সময়ে মনকে কোনও বিষয়ে ব্যাপৃত রাখিতে চেষ্টা করুন। ৯ও১০ পৃষ্ঠায় যে সকল নিয়ম সন্নিবেশিত হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করুন। ঔষধাদি ব্যবহারেও কামনিবৃত্তি হইতে পারে। সে সম্বন্ধে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা বিধেয়। যাঁহারা লজ্জাবশতঃ চিকিৎসকের সাহায্য লইতে বিমুখ তাঁহাদের জন্য নিম্নলিখিত ঔষধগুলির ব্যবস্থা করা গেল।

Bromide of Potash	... 1 dram
Simple Syrup	... 1 ounce
জল	২ ঔন্স।

যাঁহারা নিতান্ত দুর্ব্বলতা অনুভব করিবেন তাঁহাদিগের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করাগেল।

Tincture of chloride of iron	... 2 drams
Sulphate of Quinine	... 1 scruple
Syrup of ginger	... ½ ounce
জল	এক ঔন্স।

আহারের পর এক এক চামচ করিয়া খাইতে

হইবে। মকরধ্বজও যথেষ্ট উপকার করিতে পারে।

অনেকে এই কু অভ্যাস দূরীকরণ বাসনায় বিবাহ করিবার পরামর্শ দান করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা এ প্রকার ঘৃণিত উপদেশ প্রদান করিতে ইচ্ছুক নহি। এই প্রকার অভিপ্রায়ে পবিত্র বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে আমরা কাহাকেও অনুরোধ করিতেছি না কেবল পাশববৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য যাহাকে বিবাহ করিলে তাহার সহিত কি পবিত্র প্রণয় জন্মিতে পারে?

কোন কোন ব্যক্তি আবার পুংমৈথুন করিবার উপদেশ (?) দেন। ইহা পেক্ষা অসদুপদেশ আর কি হইতে পারে? বাবু হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা তাঁহার "জীবন-রক্ষকে" বেশ্যালয়ে গমন করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন, "আর্য্যদর্শন" উক্ত পুস্তক সমালোচনস্থলে সেই ব্যবস্থার অনুমোদন করিয়াছেন। কিন্তু আমরা কোন মতেই এপ্রকার ব্যবস্থার অনুমোদন করিতে পারি না; একটা পাপনিবারণের জন্য আর একটা পাপঅনুষ্ঠানের ব্যবস্থা দান করিয়া

হাস্যাস্পদ হইতে প্রস্তুত নহি। আমরা "গোরু মেরে জুতা দান" নীতির পক্ষপাতী নহি।

তবে উপায় কি? যিনি যে ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন আমরা যদি সেই সমস্তই অন্যায় বলিলাম তবে এই পাপ হইতে মুক্তি পাইবার উপায় কি? আমরা বলি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া চেষ্টা করিলেই এই অভ্যাস বিদূরিত হইতে পারে; তবে নিতান্ত বদ্ধমূল হইলে বিদূরিত হইবার সম্ভাবনা অল্প। ব্লিষ্টার ব্যবহার এবং অন্যান্য উপায় গুলি কোনও সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট জ্ঞাতব্য। যত্ন করিয়াও যিনি এই পাপের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন না, তাঁহাকে আর আমরা কি বলিব? তাঁহার জীবননষ্ট হইলেও আমরা অধিক দুঃখিত হইব না। যাহার হৃদয়ে অধ্যবসায়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা এবং আত্মাদরের লেশমাত্রও নাই সে পৃথিবীর কি উপকার করিতে পারে? "যত্নে কৃতে যদি ন "সিধ্যতি তৎ কোঽত্র দোষঃ" এ মহাবাক্য এস্থলে খাটিবে না।

"ধাতুর পীড়া।"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে নিয়মিতরূপে পরিচালিত করিলে কামবৃত্তি হইতে অসীম আনন্দ অনুভব করা যাইতে পারে। কিন্তু অনিয়মবশতঃ আমাদের জননযন্ত্রের অল্পমাত্র বিকৃতি জন্মিলে অশেষ যন্ত্রনা ভোগ করিতে হয়। আবার কখন কখন বাস্তবিক বিকৃতি উপস্থিত না থাকিলেও অনেকে বিকৃতি জন্মিয়াছে ভাবিয়া নিতান্ত চিন্তিত হয়েন। পুরুষমনের গঠনও কেমন আশ্চর্য্য! পুরুষ জননেন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় সামান্য পীড়া হইলেও ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠে; জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করে। সুতরাং কোন্ কোন্ স্থলে ভয়ের কারণ আছে এবং কোন্ কোন্ স্থলে পুরুষ বৃথাভয়ে কাতর হয় তাহা আমরা লিখিব।

"ধাতুর পীড়ার" কথা অনেকেই জ্ঞাত আছেন। এই রোগে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বীর্য্য স্খলন

হয়। নিদ্রাকালে, মলত্যাগ সময়ে, কিম্বা অল্প-কামোদ্দীপন হইলে বীর্য্য স্খলিত হয়। আমরা এই রোগের লক্ষণাদির বিষয়ে কিছু বলিবার পূর্ব্বে দুই একটী কথা বলিতে চাই। অনেকের সপ্তাহে ২।৩ বার নিদ্রাকালে বীর্য্যস্খলিত হয়। তাঁহারা কোনও উৎকট রোগাক্রান্ত হইয়াছেন বিবেচনায় অস্থির হইয়া উঠেন। যদি পরিমিত পরিমাণে এ প্রকার রেতস্খলন হয়—তাহা হইলে কোনও বিশেষ ভয়ের কারণ নাই। ইহা দুর্ব্বলতা বা রোগের চিহ্ন নহে বরং অনাময়ের পরিচায়ক। তাহা হইতে কোনও রোগের সৃষ্টি হয় না। তজ্জন্য একবারও উৎকণ্ঠিত হইবার আবশ্যক নাই।

বাস্তবিক ধাতুরপীড়া হইলে রোগী স্বয়ং তাহা নির্দ্ধারিত করিতে পারিবেন না; সুতরাং তাহার বৃথা আকুল হইবার আবশ্যক নাই। তবে যদ্যপি তিনি তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতেছে দেখিয়া "ধাতুর-পীড়া" তাহার কারণ বিবেচনা করেন তাহা হইলে তাঁহার কোনও চিকিৎসককে সমস্ত বিবরণ বলা উচিত। ইহা লজ্জার বিষয় নহে। লম্পট ও সাধু উভয়েরই এই পীড়া হইতে পারে।

এই রোগ হইলে প্রত্যহই বীর্য্যক্ষয় হইতে থাকে। স্মরণশক্তি ও অন্যান্য মানসিক বৃত্তিনিচয়ও হ্রাস পাইতে থাকে। সর্ব্বাবয়ব পাংশুবর্ণ হইয়া যায়, চক্ষু নিস্প্রভ হয়,মনের স্ফূর্ত্তি থাকে না। ইন্দ্রিয়চালনা অসম্ভব হইয়া উঠে, মনে ভয়ানক বিষাদের আবির্ভাব হইতে পারে,আসঙ্গলিপ্সা হ্রাস হইতে দেখা গিয়াছে। এই সমস্ত লক্ষণের কতকগুলি উপস্থিত থাকিলে চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া কর্ত্তব্য। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে রোগী স্বয়ং এই রোগ হইয়াছে কি না স্থির করিতে পারে না। উপর্য্যুক্ত লক্ষণগুলি এই রোগ ভিন্ন অন্য কারণেও হইতে পারে। নিঃসৃত পদার্থ অনেক সময়ে শুক্রও না হইতে পারে। নিঃসৃত পদার্থ শুক্র কি না তাহা অনুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিলেই জানা যাইতে পারে। নিঃসৃত পদার্থ বাস্তবিক শুক্র হইলেও নিতান্ত শঙ্কিত হইবার কারণ নাই। কত লোক বহুল শুক্রক্ষয় সত্ত্বেও বহু দিন জীবন ধারণকরে। এমনকি জীবনের কোন এক কালে মলত্যাগের সময় প্রায় সকল লোকেরই কিঞ্চিৎ পরিমাণে বীর্য্য নিঃসৃত হয়। এ প্রকার

শুক্রক্ষয় হইলে অধীর হইবার কোন বিশেষ কারণ নাই; মন পবিত্র রাখিলে কষ্টভোগ করিবার সম্ভব নাই। কিন্তু বাস্তবিক ধাতুর পীড়া হইলে ভাবনার বিষয় আছে বটে। কি কারণে এই রোগের সঞ্চার হয় আমরা তাহা লিখিতেছি। যাহাতে এরোগের সঞ্চার না হয়, তদ্বিষয়ে সকলেরই যত্নবান হওয়া উচিত।

হস্তমৈথুনই এই রোগের প্রধান কারণ। হস্তমৈথুনহেতু যে ধাতুর পীড়ার অবির্ভাব হয় তাহা শীঘ্র আরোগ্য হয় না। কেন না হস্তমৈথুনকারী কোন মতেই ঐ নারকীয় ব্যাপার হইতে নিরস্ত হইতে পারে না। যতই সতর্ক করিয়া দেও, পাপী সে কথায় কর্ণপাতও করিবে না। ভোগাধিক্যও এই রোগের আর একটী কারণ। বিবাহিত অবস্থায় অপরিমিতরূপে ইন্দ্রিয়বৃত্তি চালনা করিলেও এ পীড়ার উদ্ভব হইতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ অবিবাহিত লোকেই অবৈধরূপে ইন্দ্রিয় চালনা করিয়া এই রোগগ্রস্ত হয়। অসৎচিন্তাও এই ব্যাধি উৎপন্ন করিতে পারে। পেটে কৃমি বা ক্ষত থাকিলে, পাথরী বিদ্যমান থাকিলে এই

রোগ জন্মিতে পারে। বহুদিন স্থায়ী উদরপীড়া, অপরিচ্ছন্নতা, চর্ম্মরোগ, মদ্য বা তামাক সেবন, অত্যধিক মানসিক শ্রম, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব এই সমস্তই এই রোগ উৎপাদন করিতে পারে। সর্ব্বদা স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিলে কেহই এই রোগাক্রান্ত হইবেন না।

কুঅভ্যাস ও কুসঙ্গীত্যাগ, কুভাব এবং অসৎ-গ্রন্থ পরিহার না করিলে এই রোগ হইতে আরোগ্য হইবার উপায় নাই। আমোদ, কার্য্য বা পাঠে মন নিবিষ্ট করিবার যত্ন করা উচিত। ডাক্তারি পুস্তক পাঠ না করাই উচিত। কেন না তাহাতে মনের উদ্বেগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আহা-রের পর নিম্নলিখিত ঔষধটী সেবন করিলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যাইতে পারে। এই ঔষধটী সাবধান পূর্ব্বক সেবন করা উচিত; দাঁতে যেন স্পর্শ না হয়, তাহা হইলে দাঁতের ক্ষতি হইতে পারে।

Muriated Tincture of iron	... 20 drops
জল	এক চামচ।

কিন্তু "কোষ্ঠ পরিস্কার" না হইলে উক্ত ঔষধটী সেবন করা উচিত নহে। স্নান করিবার সময় উচ্চ হইতে মেরুদণ্ডের উপর দশ মিনিট ধরিয়া জলসেচন করা উচিত। শয়ন করিবার পূর্ব্বে মূত্রত্যাগ করা চাই। চিৎ হইয়া শয়ন করা নিতান্ত অনুচিত। অনেকে লিঙ্গপার্শ্বে আইসিং-গ্লাস্ (Isinglass) লাগাইয়া শয়ন করিবার ব্যবস্থাও দেন।

গুপ্তব্যাধি।

উপদংশ ও প্রমেহ।

উপদংশ রোগ বেশ্যাসংসর্গের বিষময় ফল। ইহা অপেক্ষা সংক্রামক পীড়া আর কিছুই নাই। কেবল যদি পাপীলোকই এই পীড়াক্রান্ত হইত তাহা হইলে আমরা ইহা তাহার পাপের উপযুক্ত প্রতিফল বিবেচনায় নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতাম। কিন্তু অনেকস্থলে নিরীহ ব্যক্তিগণ হতভাগা লম্পটগণের সংস্পর্শে এই পীড়াক্রান্ত হয়েন।

লম্পটের হতভাগিনী স্ত্রী এবং তাহার সন্তাননিচয় তাহার পীড়ার হস্ত হইতে নিস্তার পায় না। এই পীড়া চারি পুরুষ পর্য্যন্ত সংক্রামিত হইতে পারে। এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যে দ্রব্য স্পর্শ করে তাহা অন্য কেহ স্পর্শ করিলেই রোগাক্রান্ত হয়। সামান্য একটী চুম্বনের দ্বারাও এই রোগ সংক্রামিত হইতে পারে।

অনেকে আমাদিগকে বৃথা আশঙ্কাকারী বলিয়া ভৎর্সনা করিতে পারেন। কিন্তু আমরা তজ্জন্য দুঃখিত হইব না। আমরা জানি যে আমরা সত্য কথা ঘোষণা করিতেছি, এবং যে পাপের বিরুদ্ধে আমরা লেখনী ধারণ করিয়াছি তাহাও বহুল পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই পীড়া অতি অল্পই নয়ন গোচর হয়, একথা লিখিতে পারিলে আমরা অতিশয় সুখী হইতাম। কিন্তু আমাদের সে কথা কে বিশ্বাস করিত? এমন নগর নাই, এমন গ্রাম নাই, এমন পল্লী নাই যে স্থলে বেশ্যাসংসর্গজাত পীড়া বিরল। ধনীর প্রাসাদে বা দরিদ্রের কুটীরে, সমাজের সকল অবস্থার লোকের মধ্যেই এই পীড়া বিদ্যমান

রহিয়াছে। আর কাহারও নীরবে থাকা উচিত নহে। সকলে মিলিত হইয়া যাহাতে এই দিন দিন বর্দ্ধমান রোগ অদৃশ্য হয় তজ্জন্য চেষ্টা করা উচিত।

বেশ্যাসংসর্গে দুইটী পীড়ার উদ্ভব হয়। প্রমেহ এবং উপদংশ। উপদংশ রোগই এই দুইটীর মধ্যে অধিকতর ভয়াবহ। আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্ব্বে ইউরোপে উপদংশের নামও ছিল না। অনেকে বলেন যে কলম্বসের নাবিকেরাই ইউ-রোপে এই রোগের অবতারণা করে। খৃষ্টীয় ১৫০০ শতাব্দী হইতে ইউরোপে এই পীড়ার আবি-র্ভাব; তৎপরে সমগ্র পৃথিবী আক্রমণ করিয়াছে। প্রমেহ রোগ বহুদিন হইতে বিদ্যমান আছে। কিন্তু ইহার তেজ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। সভ্যতা এবং সুনীতি এই রোগের নাশ করা দূরে থাকুক, ইহা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

যুবকেরা যদ্যপি বেশ্যাসঙ্গমজনিত ভয়ানক বিপদের কথা অবগত থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহারা এই ঘৃণিত অনুষ্ঠান হইতে বিরত থাকিতে

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতেন। কোন বুদ্ধিমান লোকই ক্ষণস্থায়ী আমোদের জন্য সমগ্রজীবনের সুখ নষ্ট করিতে প্রস্তুত হইবেন না। বিপদের কথা না জানিয়াই সকলে এই কার্য্য করিয়া থাকে। আমরা এই দুইটী পীড়ার বিষময় ফল দেখাইয়া দিতে চেষ্টা করিব।

প্রমেহরোগ পুরুষাণুক্রমে সংক্রামিত হয় না, কিন্তু রোগী যাবজ্জীবন কষ্ট পাইতে পারে। তাহার মূত্রনালী সঙ্কুচিত হইয়া যায়। মূত্রাশয় ফুলিয়া উঠে। শুক্রক্ষয় হইতে থাকে, প্রস্রাবকালে জ্বালা বোধ হয়; রোগীর ধ্বজভঙ্গ রোগও হইতে পারে; তাহার নানাবিধ চর্ম্মরোগ দেখা দেয়। কোন কোন স্থলে দুরারোগ্য বাতরোগও উপস্থিত হয়। প্রমেহ রোগে রোগীই কষ্ট পাইয়া থাকে, অন্যান্য লোককে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। প্রমেহ রোগ বেশ্যাসঙ্গম ভিন্ন অন্য কারণেও হইতে পারে। সকলেরই একথাটী জানিয়া রাখা উচিত। অনেকস্থলে এইটী না জানিয়া অনেক নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে দোষী বিবেচনা করা হইয়াছে। ঋতু-কালে স্ত্রী সহবাস করিলে, ভোগাধিক্য হইলে,

কিম্বা কামবৃত্তি অত্যধিক পরিমাণে উত্তেজিত হইলেও মেহ হইতে পারে। যে সকল স্ত্রীলোকের মূত্রদ্বার হইতে এক প্রকার অম্লপদার্থ নিঃসৃত হয়, তাহাদের সহিত সহবাস করিলেও এই রোগ জন্মাইতে পারে।

উপদংশরোগের প্রারম্ভে যে স্থলে ক্লেদ সংলগ্ন হয় সেই স্থলে একটী ক্ষুদ্র ক্ষত দৃষ্ট হয়। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য লক্ষণ লক্ষিত হইতে থাকে। চর্ম্ম এবং শরীরের কোমলস্থান সকল এই বিষাক্রান্ত হইয়া পড়ে; নানাস্থানে ক্ষত হয়, মাংসগ্রন্থি সকল ফুলিয়া উঠে, কণ্ঠনালীতে বেদনা জন্মে, উদরের পীড়া হয়, চুল শিথিলমূল হইয়া উঠিয়া যায়। মনে স্ফূর্ত্তি থাকে না, মস্তিষ্কের পীড়াও হইতে পারে, জিব ও ঠোঁটের চতুঃপার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষত লক্ষিত হয়। ক্রমে পীড়া অস্থিতে সংক্রান্ত হয়; অস্থিগুলি বড় হইয়া উঠে, তথায় বেদনা হয় এবং তন্মধ্যে ক্ষতও হইতে পারে; হাঁটু, গোড়ালি এবং মাথার হাড়ে প্রায়ই ক্ষত হইয়া থাকে।

এই পীড়াক্রান্ত ব্যক্তি যাহাকে চুম্বন করে

তাহারও এই পীড়া হইবার বিশেষ সম্ভব। পীড়াক্রান্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক ব্যবহৃত পানপাত্র, হুঁকা বা অন্য কোন দ্রব্য আর কেহ ব্যবহার করিলে তাহারও এই পীড়া হয়। সকলেরই সাবধান হওয়া উচিত, পীড়াক্রান্ত ব্যক্তির সহিত কোনও সংশ্রব না রাখাই বিধেয়।

যাহার শরীরে একবার এই বিষসংক্রান্ত হয় তাহার সন্তান সন্ততিগণ প্রায়ই অল্পবয়সে মৃত্যুকবলে পতিত হয়। জন্মকালে শিশুর এই ব্যাধির কোন লক্ষণ না থাকিতে পারে, ৫।৭ বৎসর, কিম্বা তদধিক কাল এবং কখন কখন যুবাকাল প্রাপ্তি পর্য্যন্তও কোন লক্ষণ দৃষ্ট না হইতে পারে, এককালে ব্যাধির লক্ষণ দেখা দিবে। রোগীর সন্তান চর্ম্মরোগাক্রান্ত হইতে পারে, দুশ্চিকিৎস্য ক্ষত যন্ত্রনায় অধীর হইতে পারে, তাহার হাড় ফুলিতে পারে, চক্ষু ও দন্তরোগ জন্মাইতে পারে, বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশ পায় না এবং সে উন্মাদগ্রস্ত হইতে পারে। হায়! অভাগা লম্পট পুত্রগণকে তাহার রোগের অধিকারী করিয়া যায়।

কিন্তু যাহার শরীরে উপদংশ বিষ গুপ্তভাবে আছে তাহার সন্তানগণ এই পীড়াক্রান্ত হয় না। শিশুজননী প্রায়ই জরায়ুস্থ শিশুর নিকট এই রোগ প্রাপ্ত হয়েন। কখনও বা তাঁহার স্বামী এই রোগ সংক্রামিত করেন। শিশু, জরায়ুতে আসিবার সাত মাসের মধ্যে যদ্যপি জননী ব্যাধিগ্রস্ত না হ'ন তাহা হইলে শিশু কর্ত্তৃক রোগ সংক্রান্ত হইবার ভয় আর থাকে না।

পিতা মাতা উভয়েরই এই পীড়া থাকিলে সন্তান কোন মতেই নিস্তার পায় না। এই অভাগা শিশু কতলোকের সর্ব্বনাশ করে তাহার ইয়ত্তা নাই। আদর করিয়া যে তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করে, যে তাহাকে চুম্বন করে, যে তাহাকে লালন পালন করে, সে-ই পীড়াগ্রস্ত হয়। এই প্রকারে সংক্রান্ত উপদংশ বিষ গুপ্ত ভাবে মানবের সর্ব্বনাশ করে। এই অভাগা শিশু এই পর্য্যন্ত জগতের অশুভ সাধন করিয়াই নি[illegible] না। সে যদি বাঁচিয়া থাকে, এবং যুবাক[illegible] হইয়া সন্তানোৎপাদন করে, তাহার [illegible]লিও উপদংশাক্রান্ত হয়। এ[illegible] প্রকারে সং[illegible] হইলে রোগ

নানা মূর্ত্তিতে দর্শন দেয়। চর্ম্মরোগ, চক্ষুরোগ অস্থিরোগ এ সমুদায়ই প্রায় সংক্রান্ত উপদংশ বিষের ফল।

হায়! এক মুহুর্ত্তের আমোদের জন্য লোকে কত ভয়ানক কষ্ট পায়! একজন পাপাত্মা লম্পটের ক্ষণস্থায়ী বৃত্তির চরিতার্থতা দোষে কত শত নির্দ্দোষী লোক অন্যায় যন্ত্রণা ভোগ করে! এই ভীষণ নরকযন্ত্রনা হইতে নিস্তার পাইবার কি উপায় নাই? বেশ্যার দ্বারস্থ না হওয়াই একমাত্র উপায়। অনেকে অনেক প্রকার উপায়ের কথা লিখিয়াছেন। তাহার মধ্যে অনেকে এক প্রকার "খাপ" ব্যবহার করিবার উপদেশ দিইয়া থাকেন। কিন্তু আমরা এ প্রকার উপদেশ দিতে প্রস্তুত নহি। স্বামীর পীড়া আছে; অথচ স্ত্রীর সহিত সহবাস না করিলে তিনি অন্য কিছু ভাবিতে পারেন; এরূপ স্থলে "খাপ" ব্যবহার করা আমাদের নিকট অন্যায় বলিয়া বোধ হয় না। কিম্বা যখন স্ত্রীর প্রস্রাবদ্বার হইতে অম্লীয় পদার্থ নির্গত হয়, সে স্থলে স্বামী "খাপ" ব্যবহার করিতে পারেন। অন্যান্য যে সকল উপায়ের

কথা লিখিত হইয়াছে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিলাম না, কেননা তাহা হইলে বেশ্যাসঙ্গমের বিভীষিকা হ্রাস করিয়া দেওয়া হয়।

বেশ্যা।

বেশ্যা সঙ্গমই উপদংশ ও প্রমেহ পীড়ার মূল। সুতরাং উক্ত পীড়ার কথা লিখিলে হতভাগিনী বেশ্যাদিগের কথাও কিছু লিখিতে হয়। সংসারের মহদমঙ্গলসাধিনী এই রমণিগণের কথা লিখিতে হৃদয় স্তম্ভিত হয়, অন্তর যুগপৎ ঘৃণা ও অনুকম্পায় অভিভূত হইয়া পড়ে—কিন্তু তথাপি আমরা এসম্বন্ধে কিছু লিখিব। অনেক পাঠক আমাদিগকে ভৎসনা ও ঘৃণা করিতে পারেন, কিন্তু আমরা মানবহিতার্থে লিখিতেছি ইহা জ্ঞাত আছি, সুতরাং আমরা অপ্রস্তুত হইব না।

নগরে বেশ্যার সংখ্যা অতিশয় অধিক; এমন গলি নাই; এমন রাজপথ নাই, এমন পল্লী নাই যে স্থলে এই কলঙ্কিনিগণের পূতিগন্ধময় আবাসের অভাব আছে। ভ্রমণার্থে বহির্গত হইয়া এই পাপিনিগণের নারকীয় অঙ্গভঙ্গী নয়ন হইতে

দূরে রাখা যাইতে পারে না। যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিতে পাইবে এই রাক্ষসিগণ আপাতঃ-সুন্দর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান আছে। ইহা-দিগের মধ্যে অধিকাংশ ভাগই বেশ্যাবৃত্তি ও দাসী বৃত্তি এই দুইয়ের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, কতকগুলি আবার কেবল বেশ্যাবৃত্তি করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করে।

অধিকাংশ লোকের মত যে সভ্যসমাজে বেশ্যা চাই। সহস্রচেষ্টা করিলেও সমাজ হইতে বেশ্যা দূরীভূত করিতে পারিবে না। কিন্তু আমরা এ অর্থহীন কথা বিশ্বাস করিতে পারি না। পরমে-শ্বর মনুষ্যমনে পাপের বীজ অঙ্কুরিত করেন নাই, পাপের স্রষ্টা মানব; বিবেক ও সদ্বুদ্ধির অধীন হইয়া চেষ্টা করিলেই মনুষ্য পাপকে দমন করিতে পারে। মনুষ্য চেষ্টা করিলেই বেশ্যাপাপ নির্ম্মূল করিতে পারিবে, একবার, দুইবার, বহু-বার অসমর্থ হইলেও অবশেষে মনুষ্যের—বিবেক ও সদ্বুদ্ধির—জয় হইবেই হইবে। তাইবলি, চেষ্টা করিয়া দেখ, তাহার পর বলিও যে বেশ্যা পাপ নির্ম্মূল হইতে পারে না—যত্নে কৃতে যদি

ন সিধ্যতি তৎ কোৎত্র দোষঃ---এ মহাবাক্য এখানে খাটিবে।

বেশ্যাবৃত্তিতে বেশ্যা স্বয়ং দুঃখের জীবন অতিবাহিত করিতে বাধ্য হয়। সতত ভীষণ অন্তর্দাহে দগ্ধ হইলেও বাহ্যিক প্রসন্নতা দেখাইতে হইবে। মদোন্মত্তের সহস্র খেয়ালের পরিপোষকতা করিতে হইবে, কদর্য্য ব্যক্তির ন্যক্কারজনক মূর্ত্তিকেও প্রাণে মরিয়া ভালবাসার ভাণ করিতে হইবে---এসকল কি সামান্য কষ্টের বিষয়! স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া যাওয়ায় অধিকাংশ বেশ্যাই অল্পবয়সে প্রাণত্যাগ করে। শান্তিময় মৃত্যু কয়জন বেশ্যার ভাগ্যে ঘটে? লম্পট, প্রতারক, দস্যু প্রভৃতি দুর্জ্জনদিগের অস্ত্রাঘাতে অধিকাংশ বেশ্যারই আয়ুঃকাল নিঃশেষিত হয়। যাহারা নিতান্ত কঠিন-প্রাণ,—কলহ, উন্মত্ততা, ভীষণ ভোগাধিক্যও যাহাদের কিছু করিতে পারে নাই, তাহাদের জীবনই কি সুখের? হয়ত অন্নাভাবে লালায়িত হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতে হইবে, আবার পরকালের আশঙ্কায় তাহারা ইহকালেই নরকভোগ করে।

বেশ্যাসক্ত মানবও উপদংশ, প্রমেহ ইত্যাদি পীড়াক্রান্ত হইয়া অসীম যন্ত্রনা উপভোগ করে। মত্ততা, কলহ, পাপাচার, অসীম লাঞ্ছনা, ইত্যাদি বেশ্যাসঙ্গমের চিরসহচর। বেশ্যাসক্ত হইয়া কত কত লোক নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তবে হিন্দুর স্বর্গে—সুখের স্থানে, পুণ্যের স্থানে—বেশ্যা আসিল কেন, হিন্দুশাস্ত্রে বেশ্যাদর্শন পুণ্যকার্য্য বলিয়া প্রথিত হইল কেন ইহাত আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে ধারণা করিতে পারিলাম না।

কেমন করিয়া সমাজে বেশ্যা আসিল? এত স্ত্রীলোক বেশ্যা হইল কেন? উত্তরে অনেকে বলিবেন যে স্ত্রীলোকের কাম অত্যন্ত প্রবল--পুরুষের অপেক্ষা ৪৮ গুণ অধিক---বেশ্যাই তাহার প্রমাণস্থল। কিন্তু একথা নিতান্ত প্রমাদসঙ্কুল। স্ত্রীলোকের কাম প্রবল নহে; প্রণয়েচ্ছা স্ত্রীলোকের হৃদয়ে বলবতী। ভূমণ্ডলে স্ত্রীলোকের মত ভালবাসিতে কেহ জানে না। প্রবল প্রণয়বাসনাই বেশ্যা উদ্ভবের প্রধান কারণ। স্ত্রীলোক বিবাহিত স্বামীকে ভালবাসিতে পারিল না, হৃদয় অন্য একজনকে ভাল বাসিতে চাহিল, সে তাহা-

কেই ভাল বাসিয়া প্রাণ অর্পণ করিয়া কুলমানে জলাঞ্জলি প্রদান করিল, সে বেশ্যা হইল। বিবাহ-প্রথার মূলে দোষ আছে কি না তাহা বেশ্যা সংখ্যা দ্বারা অনুমানিত হইতে পারে। আমাদের দেশের বেশ্যা সংখ্যাপেক্ষা য়ুরোপ ও আমেরিকার অনেকস্থলে বেশ্যা সংখ্যা অধিক। সুতরাং আমাদের মতে আমাদের দেশে প্রচলিত বিবাহ-প্রথায় দোষ অপেক্ষাকৃত অল্পই আছে। নব্য যুবকগণ Courtship প্রথা প্রচলিত করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন, কিন্তু আমরা বলি Courtship এবং divorce প্রথাই য়ুরোপ ও আমেরিকার বেশ্যা সংখ্যা অধিক হইবার কারণ। বৃদ্ধ ও যুবতীর পরস্পর বিবাহ না হওয়াই আমাদের বাঞ্ছনীয়।

স্ত্রীলোক বেশভুষা ও অর্থ বড় ভালবাসে, সুতরাং এসকলের নিতান্ত অসদ্ভাব দেখিয়া অনেক রমণী ঘৃণিত বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে। মানব-পিতামহ মহাত্মা মনু স্ত্রী হৃদয় বুঝিতেন তাই তিনি স্ত্রীলোককে বেশভূষা প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন; তিনি লিখিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি স্ত্রীকে বেশভুষা প্রদান না করে, সে পাতকগ্রস্ত হয়।

শূন্য-হৃদয়া বিধবা একজন অন্তরের মানুষ পাইবার জন্য ব্যস্ত হয়। হৃদয় খুলিয়া বলিবে কাহার কাছে তাহা সে অনুসন্ধান করিতে থাকে। অবশেষে অভাগিনী অবৈধপ্রণয়ে পতিত হইয়া স্বর্গপথচ্যুত হয়। কতকগুলি স্ত্রীলোক (বেশ্যার কন্যা) বেশ্যাবৃত্তি চালাইবার জন্য প্রতিপালিত হইয়া থাকে। বলাৎকৃত ও প্রলোভিত হইয়া অনেক স্ত্রীলোক বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে। এই প্রকার নানা কারণে সংসারে বেশ্যার উদ্ভব হইয়া বেশ্যাসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। বেশ্যাপ্রবর্ত্তনা এবং বেশ্যাবৃদ্ধির জন্য পুরুষ যে দায়ী নহে একথা বলা যাইতে পারে না। পুরুষ সৎ হইলে স্ত্রীলোক কাহাকে লইয়া অসতী হইবে?

কি উপায়ে সমাজ হইতে এ পাপ দূরীভূত হইতে পারে? অযোগ্য পরিণয় নিবারণ, স্ত্রী-দিগকে অর্থ ও বেশভূষা প্রদান, বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তনা, এই গুলির নিতান্ত আবশ্যক। "উল-বোনা" "কাপড় তোলা" ইত্যাদি কার্য্যদ্বারা যাহাতে স্ত্রীলোক অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে তাহার উপায় করিয়া দাও।

বিধবার বিবাহ অশাস্ত্রীয় নহে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। টোলের conservative পণ্ডিতগণ যাহাই বলুন আমাদের এবিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

গোড়া সমাজে আজিকালি আর সারত্ব, মহত্ত্ব নাই, তাই আজি গোরু, মুরগি খাইয়াও লোকে সমাজে প্রতিপন্ন হইতেছে, আর যিনি বিধবাবিবাহের পৃষ্ঠপোষক তিনিই সমাজচ্যুত হইতেছেন। এমন না হইলে আর বাঙ্গালীর এদুর্দ্দশা হইবে কেন? বোম্বাই, মাদ্রাজ, গাত্র-নাড়া দিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালা আজিও ঘুমের ঘোরে প্রলাপ বকিতেই রত।

আজি কালি আবার অনেক গুলি নব্যযুবক আর এক নূতন সুর ধরিয়াছেন; তাঁহারা অর্থ-নীতি, সমাজনীতি ইত্যাদির দোহাই দিয়া বিধবা বিবাহ অনিষ্টকর ইহাই প্রমাণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আমরা একে একে তাঁহাদের যুক্তির অসারবত্তা প্রমাণ করিব।

নব্যগণ বলেন যে স্ত্রীলোক একবার এক-জনকে পতিত্বে বরণ করিয়া কেমন করিয়া অন্য

একজনকে পতিভাবে সম্বোধন করিবে? আমরা বলি বালবিধবা পতিভাবে কাহাকেই হৃদয়ে স্থান দেয় নাই, পাঁচ, সাত কিম্বা নয় বৎসরের বালিকার চিন্তাশক্তি ত যথেষ্ট, তাহার বুদ্ধিও ত যথেষ্ট প্রখর, সে আবার একজনকে হৃদয়ে স্থানও ত' যথেষ্ট দিয়া থাকে। ১১ বা ততোধিক বৎসর বয়স্কা বিধবার হৃদয়ে পতিমূর্ত্তি প্রতিফলিত হয় সত্য; কিন্তু সেই অপরাধে যদ্যপি তাহার বিবাহ না হয় তাহা হইলে ৭০ বৎসর বয়স্ক মৃতদার পুরুষ পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করেন কি প্রকারে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা ঘোর সাম্য-বাদী নই, তত্রাচ আমরা এসম্বন্ধে স্ত্রীলোকের জন্য এক নিয়ম, পুরুষের জন্য অন্য নিয়মের পরিপোষ-কতা করিতে পারি না।

নব্যগণের দ্বিতীয় যুক্তিটি হাসিয়া উড়াইয়া দিবার যোগ্য। তত্রাচ যুক্তিটি ঠিক কি না একবার বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। যুক্তিটি এই "বিধবাদিগের বিবাহ হইলে, অনেক অবি-বাহিতা নারী বর খুজিয়া পাইবে না—কত জনকে চিরকুমারী হইয়া থাকিতে হইবে—বিবাহের বাজার

"চড়িবে" ইত্যাদি গত "সেন্সস" বিবরণ হইতে একটী বিষয় তুলিয়া দিলেই এ যুক্তি খণ্ডন করা হয়। সেন্সসে প্রকাশিত হইয়াছে যে বাঙ্গালা-দেশে অবিবাহিত পুরুষ-সংখ্যা এককোটী সত্তর লক্ষ; অবিবাহিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যা এককোটী তিন লক্ষ; বিধবার সংখ্যা তিয়াত্তর লক্ষ। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে অবিবাহিত পুরুষের সংখ্যা অনেক অধিক। প্রত্যেক অবিবাহিতা স্ত্রীলোকের বিবাহ হইয়াও "বাজারে" ৬৭ লক্ষ অবিবাহিত পুরুষ "মজুত" থাকে। ইহাদিগের সহিত বিধবাদিগের বিবাহ দিলে ক্ষতি কি?

তা'রপর আর একযুক্তি অর্থনীতির সাহায্য লইয়া। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে লোক সংখ্যা অনেক বাড়িবে, এখনই অনেকে খাইতে পায়না, তখন ত নিতান্ত অন্নকষ্ট উপস্থিত হইবে ইত্যাদি। আমরা অর্থনীতি শাস্ত্রে পণ্ডিত নহি, তবে আমরা এই বুঝি যে ভারতবর্ষ ইহার বর্ত্তমান অধিবাসী সংখ্যার অনেক অধিক লোকের পোষণ করিতে পারে। উৎসাহ ও অধ্যবসায় থাকিলে ভয়ের কারণ কিছুই নাই। ঘোর সমর

না বাধিলে লোকে বল ও বিক্রম প্রকাশ করেনা ; যখন ভারতের অধিবাসী সংখ্যা বর্দ্ধিত হইবে, যখন জীবনের আহব ঘোরতর হইয়া উঠিবে, তখন ভারতবাসীর বল ও উদ্যম প্রকাশ করিতে হইবে নতুবা survival of the fittest (যোগ্যের জীবন ধারণ) এই অনুল্লঙ্ঘ্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া জীবন হারাইতে হইবে।

আমরা বেশ্যার বিষয় লিখিতে লিখিতে বিধবাবিবাহের তর্কে পড়িয়াছিলাম ; কিন্তু বেশ্যা সম্বন্ধে আরও কিছু লেখিতব্য আছে।

আমেরিকায় বেশ্যাসংশোধিনী সভা আছে, এই সভার মেম্বরগণ সমস্ত রাত্রি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেশ্যাগণকে সৎপথে আনিবার চেষ্টা করেন এবং কাহাকেও উদ্ধার করিতে পারিলে তাহার জীবিকার সংস্থান করিয়াদেন। আমাদের দেশে এই প্রকার একটী সভা হওয়া প্রার্থনীয়। সভার উদ্যমে কত কত বেশ্যা পুনর্ব্বার ধর্ম্মপথে পদার্পণ করিতে পারে। ১৮৮৩ খৃঃঅব্দের ২৪শে নবেম্বরের "বেঙ্গলী" পত্রে এতৎসম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার মর্ম্ম উদ্ধৃত করাগেল। বেশ্যা

কণ্টক সমাজ হইতে দূরীভূত করিবার প্রধান উপায় পুরুষকে সৎকরা। পুরুষকে নীতিশিক্ষা প্রদান কর, পুরুষের মন উন্নতকর, তবে সমাজ হইতে বেশ্যা পাপ ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইবে। "বেঙ্গলী" লিখিয়াছেন "সম্প্রতি আমরা একটী ঘটনার কথা লিখিতেছি; সহরের বাহিরে এক-জন বেশ্যার দুই কন্যা ছিল; জ্যেষ্ঠার বয়স ২০ বৎসর এবং সে প্রায় ৮ বৎসর হইতে বেশ্যাবৃত্তি করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু গত আগষ্ট মাসে তাহার বেশ্যাবৃত্তির উপর ঘৃণা জন্মিল; সে সৎপথে চলিবার অভিপ্রায়ে মার গৃহ ত্যাগ করিল। ছোট কন্যাটী একটু শিক্ষা পাইয়াছিল, সে জন কত ব্রাহ্মকে তাহাকে উদ্ধার করিতে বলিয়া পত্র লেখে, অবশেষে একজন তাহার মাতাকে ৫০০ শত টাকা দিয়া বিবাহ করিবে বলিয়া তাহাকে লইয়া যায়, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে তাহাকে পরিত্যাগ করে। এখন তাহারা দুইভগ্নীই কোনও এক ব্রাহ্মসংসারে আশ্রয় পাইয়াছে। সৎপথে আসিতে যাহাদের ইচ্ছা আছে, তাহাদের সাহায্য করা কি আমাদের কর্ত্তব্য নহে? আমরা আশা করি সাধারণে

এবিষয়টী ভাবিয়া দেখিয়া, ইহার যাহা হয় একটী উপায় স্থির করিবেন"।

সংশোধিত বেশ্যাকে আশ্রয় দিতে পার কিন্তু বেশ্যার বিবাহের অনুমোদন করিতে পারি না।

বিবাহিতাবস্থা।

বিবাহের সময় হইতেই পুরুষ, পুরুষ বলিয়া পরিচিত হয়, স্ত্রী, স্ত্রীনামের যোগ্য হয়। বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইলেই পরস্পরের মনে সুখোদয় হয়, তখন হইতেই সমুদয় বৃত্তিনিচয় উপযুক্ত রূপে পরিচালিত হইতে থাকে। এই পবিত্র পরিণয়ের সঙ্গে সঙ্গেই মানব স্বার্থপরতা ভুলিয়া যায়; তখন আর কেবল স্বীয় স্বত্ত্বা লইয়া ব্যস্ত থাকে না। মানব তখন স্বামীত্ব এবং জনকত্ব প্রাপ্ত হয়। তখন আর সে কেবল নিজের জন্য পরিশ্রম করে না। তখন সে বুঝিতে পারে যে অন্যান্য এমন কতকগুলি লোক আছে যাহাদের জন্য সে সময় ও অর্থ ব্যয় করিতে বাধ্য। তখন সে ইহাদিগের

আহার সংস্থান করিতে ব্যস্ত হইয়া অনেক সময়ে আত্মত্যাগ স্বীকার করে।

মানব ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক পদার্থের সমাবেশ। ভৌতিক দেহের জন্য বিবাহ নিতান্ত আবশ্যক। শরীরতত্ত্ববিৎ জন্মদান কার্য্যকেই মনুষ্যের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করেন। মনুষ্যের আধ্যাত্মিক অংশের তৃপ্তির জন্য বিবাহ নিতান্ত আবশ্যক। মানবের সামাজিক এবং নৈতিক অবস্থার সহিত বিবাহ অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ। বিবাহ দুইটী স্ত্রী পুরুষের সংযোগ; সন্তানোৎপাদন ইচ্ছাই এই সংযোগের মূল কারণ। স্ত্রী পুরুষ পরস্পরকে সাহায্য করিবে, বিপদে আপদে পরস্পরকে উৎসাহ দান করিবে এই প্রকার অনুষ্ঠান করিতে প্রস্তুত হইয়াই বিবাহ করা কর্ত্তব্য।

"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"। যে বিবাহে সন্তানোৎপাদন হইবার সম্ভব নাই, সে প্রকার বিবাহ না করাই কর্ত্তব্য। বিবাহের পূর্ব্বে উৎপাদিকাশক্তির সঞ্চার হওয়া চাই। পুরুষধর্ম্মককাল প্রাপ্তির অনেক পরে, যখন সর্ব্বায়ব

পূর্ণায়তন প্রাপ্ত হইয়া শুক্র পরিপক্ক হইবে, তখন বিবাহ করা উচিত। বালক, কিম্বা নিতান্ত অল্প-বয়স্ক যুবকগণের কোনমতেই বিবাহ করা কর্ত্তব্য নহে। অল্পবয়সে বিবাহ করিলে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া যায়, মানসিক বৃত্তি সকল নিস্তেজ হইয়া যায়। এপ্রকার বিবাহোদ্ভুত সন্তান সন্ততিগণ চিররুগ্ন এবং অল্পায়ু হইয়া থাকে। ২৫ হইতে ৩৫ বৎসর বয়ঃক্রমের মধ্যে বিবাহ করা উচিত।

দুর্ব্বল লোকের বিবাহ করা উচিত কিনা অনেকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। কখন কখন দুর্ব্বল লোক বিবাহ দ্বারা উপকৃত হইতে পারে, পীড়াক্রান্ত ব্যক্তির বিবাহ করিতে সঙ্কুচিত হওয়াই উচিত। উপদংশরোগাক্রান্ত ব্যক্তি পীড়া আরোগ্য হওয়ার তিন বৎসর পরে বিবাহ করিতে পারেন। তবে যদি তিনি বুঝিতে পারেন যে তাঁহার শরীরে উপদংশ বিষ গুপ্তভাবে আছে; তাহা হইলে তাঁহার বিবাহ না করাই উচিত। যক্ষ্মা, উন্মাদ ইত্যাদি পীড়াক্রান্ত ব্যক্তি-গণ সন্তানগণকে তাঁহার স্বীয় রোগের অধিকারী

করিতে পারেন। যাঁহাদের পিতা বা পিতামহ যক্ষ্মারোগাক্রান্ত ছিলেন তাঁহাদের বিবাহ করা কোন মতেই উচিত নহে। কেননা তাঁহারা অত্যল্পা বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়া তাঁহাদের স্ত্রী গণকে চিরবৈধব্য যন্ত্রণায় দগ্ধ করিবেন। প্রৌঢ়াবস্থা অতীত হইলে বিবাহ করা কর্ত্তব্য নহে; অর্থাৎ ৩৫ বৎসর বয়ঃক্রমের পর বিবাহ করা যুক্তিযুক্ত নহে।

বিবাহের আরও কতকগুলি ব্যাঘাত আছে; সে গুলি সচরাচর ঘটে না তত্রাচ এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। জননেন্দ্রিয়ের নানা প্রকার বিকৃতি থাকিতে পারে, শুক্র নির্গম দ্বার লিঙ্গমস্তকে না হইয়া লিঙ্গগাত্রে হইতে পারে, লিঙ্গাগ্রত্বক লিঙ্গোপরি অচ্ছেদ্য ভাবে সংযুক্ত থাকিতে পারে; কিন্তু এ সমস্ত গুলিই অস্ত্রচিকিৎসা দ্বারা প্রতিকৃত হয়। কোষ না থাকিলেও বিবাহ করা যাইতে পারে, কেন না কোষ বাহিরে না থাকিলে ভিতরে থাকিবে তাহার সন্দেহ নাই। লিঙ্গ নিতান্ত ক্ষুদ্র হইলেও ভয়ের কারণ কিছুই নাই।

স্ত্রীর অপেক্ষা স্বামীর বয়স ৫ হইতে ১০ বৎসর অধিক হওয়া চাই। ইহার কম হওয়া অন্যায়। স্ত্রীলোকের আশ্চর্য্য বৃদ্ধির কথা সকলেই অবগত আছেন; দুই জনেরই বয়স এক হইলে স্ত্রী যখন বৃদ্ধা হইয়া পড়িবে স্বামীর রিপু তখনও প্রবল থাকিবে। এরূপ হইলে যথেষ্ট অসুবিধা জন্মিতে পারে।

স্ত্রীলোকের ১৮ বৎসর পূর্ব্বে বিবাহ করা উচিত নহে। পুরুষের ২৫ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বিবাহ না হওয়াই উচিত। তবে আমাদের দেশে এ নিয়ম চলিতে এখনও বহু বিলম্ব আছে। রাধিকাবাবু তাঁহার "স্বাস্থ্যরক্ষায়" স্ত্রীলোকের ১৫ ও পুরুষের ২১, বিবাহ যোগ্য বয়স বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; ব্রাহ্মদিগের বিবাহ আইনে স্ত্রীলোকের ১৪ এবং পুরুষের ২৪ বৎসর বিবাহ যোগ্য বয়স বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। হিন্দু সংসারে স্ত্রীলোকের ১৩ এবং পুরুষের ২৩ বৎসর বয়সে বিবাহ হওয়াই ভাল। কেননা কোন হিন্দু পিতাই চতুর্দ্দশ কিম্বা পঞ্চদশ বৎসর বয়স্কা কন্যাকে অবিবাহিতা রাখিতে প্রস্তুত হইবেন না;

যে ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে সেই প্রকার ব্যবস্থা দেওয়াই কর্ত্তব্য।

পবিত্র বিবাহ বন্ধনকে বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা কলুষিত করা মহাপাপ। সতীত্বই স্ত্রীলোকের ভূষণ, সতীত্বই স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্ম্ম, সকল সমাজে, সকল জাতিমধ্যেই এই নীতিবাক্য প্রচলিত আছে এবং থাকাও উচিত। কিন্তু সত্তাই পুরুষের অলঙ্কার একথাত কাহারও মুখে শুনিলাম না। অসতী স্ত্রীকে সমাজ যতদূর ঘৃণা করে, বেশ্যাসক্ত বিশ্বাসঘাতক পুরুষকে কি সমাজ সেই প্রকার ঘৃণা করিয়া থাকে? পুরুষ হইলেই একবার না একবার বেশ্যাগৃহে পদার্পণ করিতে হইবে, একথা স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে কেন? এই ঘোর পাপের এত প্রশ্রয় কেন? অভাগিনী ব্যথিত হৃদয়া নারীদিগের এত অপমান কেন? যাঁহারা বেশ্যাসক্ত তাঁহাদিগকে আমরা একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তাঁহাদের স্ত্রী অসতী হইলে তাঁহাদিগের মনের ভাব কি প্রকার হয়? তাঁহাদের অন্তকরণ কি ক্রোধে, ক্ষোভে অধীর হইয়া উঠে না? তাঁহাদের অন্তঃকরণ যে

পদার্থ গঠিত, কোমলপ্রাণা রমণিগণের অন্তরেও সেই সকল পদার্থের সমাবেশ আছে। তাঁহারা যে কারণে ক্ষুব্ধ বা ক্রুদ্ধ হইতে পারেন রমণিগণও সেই কারণে ক্ষুব্ধ বা ক্রুদ্ধ হয়। তাঁহারা বেশ্যাসক্ত হইলে স্ত্রীদিগের হৃদয় কতদূর মর্ম্মাহত হয় তাহা তাঁহাদিগের স্মরণ রাখা উচিত। সমাজ! তুমি অসতী স্ত্রীকে যে বিষনয়নে দেখিয়া থাক, অসৎ পুরুষগণকেও সেই প্রকার কঠোর নয়নে দেখিতে আরম্ভ কর; তবে জগৎ মঙ্গলময় হইবে।

আমরা উপরে যাহা লিখিলাম, বহুদিন হইল আর একখানি পুস্তকে ঠিক এই কথা লিখিত হইয়াছিল। আর্য্য-দর্শন সম্পাদক সমালোচন-কালে গ্রন্থকারের যথেষ্ট লাঞ্ছনা করিয়াছেন। সম্পাদক বলেন যে পুরুষ বেশ্যাসক্ত হইলে সমাজ তাহাকে যথেষ্ট ঘৃণা করিয়া থাকে। জিজ্ঞাসা করি, কলঙ্কিনী স্ত্রী ও কলঙ্কী পুরুষ উভয়ই কি সমাজে সমান ঘৃণিত?

স্বামী এবং স্ত্রী।

বিবাহিত স্ত্রী পুরুষের কি কর্ত্তব্য তাহা আমরা এখনও লিখি নাই। ইতিপূর্ব্বে আমরা অবিবাহিতাবস্থার কথাই বলিয়া আসিয়াছি।

বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে নূতন জীবনের সঞ্চার হয়, তখন আর অবিবাহিতাবস্থার ন্যায় থাকিলে চলিবে না। তখন স্ত্রী পুরুষ উভয়ের স্কন্ধেই নূতন ভার ন্যস্ত হয়। তখন নূতন নিয়মে স্বাস্থ্যরক্ষা করা আবশ্যক হইয়া উঠে। সেই সমস্ত নিয়ম না জানিলে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া যায়, সুতরাং তৎসম্বন্ধে আমরা কিছু লিখিব।

প্রথমতঃ শয়নগৃহের কথা। এই ঘরটী বেশ প্রশস্ত--২৫ বর্গফুট পরিমিত—হওয়া আবশ্যক। ঘরের ভিতর বায়ুসঞ্চালনের বিশেষ সুবিধা থাকা আবশ্যক। ঘরটা দক্ষিণ বা পশ্চিমদিকে "খোলা" হইলে ভাল হয়। স্ত্রী পুরুষের একত্রে শয়ন করা কর্ত্তব্য—শরীরের ঘনিষ্ঠতা থাকিলে মনের ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। তবে, উভয়ের মধ্যে এক জনের কোন সংক্রামক পীড়া, চর্ম্মরোগ, যক্ষ্মা ইত্যাদি থাকিলে পৃথক পৃথক ঘরে শয়ন করাই উচিত। সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা কর্ত্তব্য।

স্বামী বা স্ত্রীর শরীর হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইয়া কখন কখন স্ত্রী বা স্বামীকে বিরক্ত করে। অনেকের ঘাম হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়। ঔষধ

সেবনে ইহা আরোগ্য হইতে পারে। অনেকের মুখ হইতে স্বভাবতঃ এক প্রকার মন্দ গন্ধ বাহির হয়। কচি আমের পাতা দগ্ধ করিয়া তাহাতে দাঁত মাজিলে এই দুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

আমারা বারম্বার বলিয়া আসিতেছি যে সন্তানোৎপাদনই বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। যে পর্য্যন্ত সহবাস না হয় সে পর্য্যন্ত রীতিমত বিবাহই হয় না। সহবাস সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী বিবাহের পূর্ব্বে কেহই জানিতে পারেন না, বিবাহের পরেও অনেকে অবগত হইতে পারেন না; কিন্তু না জানায় অনেকেই বহু পীড়াগ্রস্ত হইয়া থাকেন, সুতরাং আমরা নিম্নে এ বিষয়ে কিছু লিখিলাম।

এ সম্বন্ধে কিছু লিখিবার পূর্ব্বে আমরা একটী প্রচলিত ভ্রম সংশোধন করিয়া দিতেছি। স্ত্রীলোকের কাম পুরুষের অপেক্ষা আটগুণ বা ষোলগুণ অধিক, এই বিশ্বাস অনেকেরই আছে। কতকগুলি পাষণ্ডলেখক, নির্ব্বোধলোক এবং নির্ল্লজ্জা স্ত্রীলোক এই মতের পক্ষ সমর্থন করে। কিন্তু একথা নিতান্ত প্রমাদসঙ্কুল তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। স্ত্রীলোকের

কাম প্রায়ই পুরুষের শতাংশের একাংশ পরিমিতও নহে। অনেক স্ত্রীলোক আবার একেবারেই কামবৃত্তির উত্তেজনা অনুভব করে না। বেশ্যারা অত্যন্ত কামাতুরা বলিয়া ভাণ করে, কেন না তাহাদের "পশার" বৃদ্ধি হইবে। স্ত্রী স্বামীকে সম্ভোগ করিতে নিষেধ করে না সত্য; কিন্তু সে কেবল তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য। যদ্যপি স্ত্রীলোকের বক্ষে সন্তান লাভেচ্ছা বলবতী না থাকিত তাহা হইলে স্ত্রীলোক রতিকার্য্যে কখনই সম্মত হইত না। গর্ভবতী অবস্থায় কিম্বা শিশুপালন কালে ত, স্ত্রীলোকের কাম থাকেই না। গর্ভাবস্থায় যদি কামবৃত্তি উত্তেজিত হয় তাহা হইলে গর্ভস্থ শিশুর অনিষ্ট হয়।

আমাদের দেশে আদ্য ঋতুর চারিদিবস পরেই প্রায় সকলে স্ত্রীসহবাস করিয়া থাকেন। কিন্তু স্ত্রী সহবাস আরও অনেক দিন পরে করা উচিত। আমরা বারংবার বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে অত্যধিক পরিমাণে ইন্দ্রিয় চালনা করা অকর্ত্তব্য। সকলেরই আত্মদমন অভ্যাসে অভ্যস্ত হওয়া উচিত।

আর এক কথা—যে ব্যক্তি প্রথম স্ত্রীসহবাস রাত্রির কথা অন্য কাহাকেও বলে তাহার ন্যায় পাষণ্ড আর কেহই নাই; সে নিজের গাম্ভীর্য্যের মাথা খাইয়াছে, সে স্ত্রীজাতির মাহাত্ম্যের বিষয় কিছুই অবগত নহে।

নববিবাহিত ব্যক্তি মাত্রেরই জানিয়া রাখা উচিত যে স্ত্রীর পক্ষে প্রথম প্রথম রতিকার্য্য ভয়ানক কষ্ট জনক; তাহাতে সে কিছুই আমোদ অনুভব করিতে পারে না। তাহাকে প্রত্যহ কষ্টভোগ করান উচিত নহে। রতিকার্য্য করিলে নববিবাহিতার স্ত্রীঅঙ্গে বেদনা হইবার সম্ভব; সেই বেদনা যদি দুই এক সপ্তাহের মধ্যে দূরীভূত না হয়, তাহা হইলে চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া বিধেয়।

অনেক কারণ বশতঃ স্ত্রীসহবাসের ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে; আমরা নিম্নে কতকগুলি কারণ প্রথিত করিতেছি।

স্ত্রী অঙ্গে ভয়ানক বেদনা, মূত্রদ্বার ফোলা ইত্যাদি কারণে সহবাস অসম্ভব হইয়া পড়ে। আমরা ভরসা করি যে এমন লোক কেহই নাই যে

ক্ষণিক সুখের জন্য স্ত্রীকে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য করিবে। ভগাঙ্কুর অত্যন্ত কঠিন হওয়ায় সহবাসের বিড়ম্বনা জন্মিতে পারে। কখন কখন ভগদ্বার বর্ত্তমান না থাকায় সহবাস কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না। এরূপ স্থলে স্ত্রীলোকের বিবাহ না দেওয়াই কর্ত্তব্য।

কিন্তু অধিকাংশস্থলে পুরুষই সহবাস-কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হয় না। রতিকার্য্য করিতে অক্ষম হইলে মানবের মনে যে কি ভয়ানক কষ্ট হয় তাহা বর্ণন করিতে পারা যায় না। ধন, মান, বন্ধু, আত্মীয়, এ সমস্ত হারাইলে যে কষ্ট না হয় রতিশক্তিহীন হইলে তাহা হইয়া থাকে। দুরদৃষ্টবশতঃ যাহারা নানা বিপদে জড়ীভূত হয়, তাহারা প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতে পারে, দুঃখের কাহিনী অপরকে জানাইতে পারে, কিন্তু রতিশক্তিহীন দুঃখের কথা কাহাকেও বলিতে পারে না, কাহাকে বলিলেও কেহই তাহার দুঃখে দুঃখী হয়না। যে যে কারণে পুরুষ সহবাস-সুখে বঞ্চিত হয় সে গুলি আমরা নিম্নে সন্নিবেশিত করিলাম।

হস্তমৈথুন বা রমণাধিক্য, খাদ্যাভাব, সুরাপান,

নিদ্রারাহিত্য, অত্যধিক অধ্যয়ন ও চিন্তা, দুঃখ, ভয়, তামাক ও অন্যান্য মাদকসেবন ইত্যাদি কারণে কাম উত্তেজিত না হইতে পারে, বয়োবৃদ্ধি এবং বহুকালব্যাপী ব্যায়ামাভ্যাসহেতু কাম দমিত থাকিবার সম্ভব। যে অভ্যাসহেতু কামপ্রবৃত্তি উত্তেজিত না হয় সেই অভ্যাস ত্যাগ করিলেই কাম পুনরুদিত হইবে। লিঙ্গপীড়া হেতু কামোদ্দীপন না হইলে চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া কর্ত্তব্য।

ধ্বজভঙ্গ রোগ সহবাসবিঘ্নের অন্যতম কারণ। প্রকৃত ধ্বজভঙ্গ প্রায়ই যৌবনাবস্থায় বা প্রৌঢ়াবস্থায় হয় না। হইলেও বহুদিন স্থায়ী হয় না। বার্দ্ধক্যে ধ্বজভঙ্গরোগ হইয়া থাকে। বেশ্যাসংসর্গজাত পীড়া হইতে ধ্বজভঙ্গরোগের আবির্ভাব হইতে পারে। কাহার কাহার জন্মকাল হইতে ধ্বজভঙ্গ বর্ত্তমান থাকে। হস্তমৈথুন করিলে ধ্বজভঙ্গ হইতে পারে, কিন্তু তাহা বহুদিন স্থায়ী হয় না; কুঅভ্যাস হইতে বিরত হইয়া বলকারক ঔষধ সেবন করিলেই সারিয়া যায়; অধিক স্থূলকায় হইলে অর্থাৎ শরীরে চর্ব্বির আধিক্য হইলে

ধ্বজভঙ্গ হইবার সম্ভব। তাহা হইলে আহার কমান কর্ত্তব্য। অতিরিক্ত অহিফেন সেবন করিলে ধ্বজভঙ্গ হওয়া অসম্ভব নহে। বহুমূত্র রোগ কখন কখন ধ্বজভঙ্গ ডাকিয়া আনে। সীসার নল দিয়া যে জল আইসে, তাহা পান করিলে ধ্বজভঙ্গ রোগ জন্মানও আশ্চর্য্য নহে।

এস্থলে আমরা একটী কথা বলিয়া রাখি। অনেকে প্রথম স্ত্রীর গর্ভে সন্তানাদি না হওয়ায়, অন্যা স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া থাকেন। তাঁহারা নিজে বন্ধ্যতা দূষিত বা তাঁহাদের স্ত্রী বন্ধ্যা পুনর্ব্বিবাহপূর্ব্বে তাঁহাদের ইহা স্থির করা কর্ত্তব্য। প্রায় পুরুষই বন্ধ্যত্বনিবন্ধন সন্তানোৎপাদন করিতে অক্ষম হ'ন। শুক্রের অবস্থা সতেজ না হইলে সন্তান উৎপন্ন হয় না; রমণক্ষমতা না থাকিলে বন্ধ্যত্ব দোষ জন্মায়। শরীরে তাড়িৎ প্রবাহ সঞ্চারিত করিলে বন্ধ্যত্ব নিবারিত হইতে পারে।

স্ত্রীর কিম্বা পুরুষের কামবৃত্তি অতিশয় বলবতী হইলে সন্তান উৎপন্ন হয় না। যে অভাগা পুরুষের কামবৃত্তি অতি প্রবল, সে উল্লিখিত বৃত্তিকে যতই চরিতার্থ করে রমণেচ্ছা ততই

বৃদ্ধি পায়। এ প্রকার কামপ্রাবল্যকে স্বাস্থ্যের পরিচায়ক বিবেচনা করিতে নাই। কাম অতিশয় প্রবল হইলে, রতিক্রিয়া হইতে বিরত থাকিয়া একজন চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করা অতিশয় উচিত।

আমরা উপরে রতিশক্তি হীনতার কথা লিখিলাম; যে যে কারণে ইহা ঘটিতে পারে তাহা হইতে বিরত থাকা সকলের উচিত।

আমরা নিম্নে এ সম্বন্ধে চিকিৎসার নিয়ম সন্নিবেশিত করিলাম।

বিবাহ করিলে অল্পকাল স্থায়ী ধ্বজভঙ্গ বিদূরিত হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু ঔষধ দ্বারা আরোগ্য না হইয়া বিবাহ করা অবিধেয়। সন্তানোৎপাদনই যখন বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য তখন সন্তানোৎপন্ন না হইবার বিন্দুমাত্রও আশঙ্কা থাকিলে বিবাহ করিতে নাই।

অল্পকাল স্থায়ী ধ্বজভঙ্গ তাড়িৎ ব্যবহারে আরোগ্য হয়। একজন বিচক্ষণ ডাক্তারের নিকট হইতে তাড়িৎ ব্যবহারের নিয়ম জানিয়া লইয়া তাড়িৎ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। একটা তাড়িতা-

ধারের (Battery) মূল্যও অতিশয় অধিক নহে। প্রস্ফূরক (phosphorus) মহদুপকারী, আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে ইহা দ্বারা রতি শক্তি বর্দ্ধিত হয়। রতিক্রিয়ার পর যদ্যপি অতিশয় শ্রান্তিবোধ হয়, কিম্বা রতিপূর্ব্বে যদি বৃত্তি উত্তেজিত না হয়, কিম্বা যদি অল্পকাল স্থায়ী ধ্বজভঙ্গ বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে ইহাতে অতিশয় উপকার হয়।

Dilute Phosphoric Acid	...	১৫ ফোটা।
Syrup of ginger	...	এক চামচা
জল	...	ছোট গ্লাসের এক গ্লাস।

উল্লিখিত ঔষধটী দিন তিন বার করিয়া সেবন করিতে পারা যায়, কিন্তু তিনবারের অধিক সেবন করা অনুচিত। Dilute Phos Acid কোন মতেই ১৫ ফোটার অধিক না হয়।

রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আমরা শেষ দুই এক কথা বলিব। স্ত্রীর অমতে রতিক্রিয়া করা কর্ত্তব্য নহে; তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বে রতি ক্রিয়া করিলে কোন সুখই হয় না। এরূপ করা হস্তমৈথুন অপেক্ষা অনিষ্টজনক। স্ত্রী শুদ্ধ পাশবর্বৃত্তি চরিতার্থ করিবার সামগ্রী নহে। কেবল সন্তানোৎপন্ন

করিবার মানসে, কিম্বা ব্যভিচার হইতে বিরত থাকিবার ইচ্ছায় স্ত্রীর সহিত রতিক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। অস্বাভাবিক উপায়ে কামবৃত্তি উত্তেজিত করা উচিত নহে।

স্বামী যদি রতিক্রিয়ার অব্যবহিত পরে কিম্বা তাহার পরদিবস দুর্ব্বলতা অনুভব করেন তাহা হইলে কিছুদিনের জন্য রতিক্রিয়া বন্ধ রাখাই কর্ত্তব্য। শরীর সুস্থ থাকিলে সপ্তাহে এক কিম্বা দুইবারের অধিক রমণ করা কোনমতেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। বৃদ্ধাবস্থায় এই কার্য্য হইতে একেবারে বিরত থাকা উচিত।

আমাদের দেশে ঋতুর চারিদিন রতিক্রিয়া করিবার পদ্ধতি নাই। ইংরাজিশিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক যেন এই পদ্ধতিকে অর্থহীন বিবেচনায় উক্ত-কালে রতিকার্য্য না করেন। সে সময়ে স্ত্রীসহবাস করিলে পুরুষের অনেক পীড়া হইতে পারে, প্রমেহ তাহার মধ্যে একটী।

গর্ভাবস্থায় রতিক্রিয়া অনেক চিকিৎসকই একেবারে নিষিদ্ধ বিবেচনা করিয়া থাকেন। স্ত্রী যদি এসময়ে অতিশয় কামোন্মত্তা হয় তাহা হইলে

গর্ভস্রাব হইবার বিশেষ সম্ভব। গর্ভস্রাব না হইলেও স্তনদুগ্ধ কমিয়া যায়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার দুইমাস পর হইতে স্ত্রী সহবাস আরম্ভ করিতে পারা যায়। যদি প্রসবকালে স্ত্রী অতিশয় কষ্ট পাইয়া থাকেন তাহা হইলে অন্ততঃ তিনমাস পরে রমণ করা উচিত।

আমরা উপরে যাহা লিখিলাম তাহা পাঠে হয়ত' অনেকেই বিরক্ত হইতে পারেন। অনেকে হয়ত বলিতে পারেন যে "ভোগাধিক্য করিওনা" "স্ত্রীর অমতে রমণ করিওনা" "গর্ভাবস্থায় রমণ করিওনা" "ঋতুকালে রমণ করিওনা" কেবল ইহাই লেখা হইয়াছে। যদি সততই ইন্দ্রিয় দমন করিতে হইল তবে আর বিবাহে সুখ কি? উত্তেজিত বৃত্তিকে সতত অতৃপ্ত রাখা অপেক্ষা একেবারে বিবাহ না করাই ভাল। আবার হয়ত কেহ বলিবেন যে স্ত্রীর ইচ্ছা হইল না হইল তাহা আমার জানিবার আবশ্যক কি? তাহার কষ্ট হইবে কি না আমার তাহা জানিবার আবশ্যক কি? শাস্ত্রও আইনমতে, লোকতঃ ধর্ম্মতঃ যে আমার তাহার সহিত আমি যাহা ইচ্ছা করিব।

এরূপ স্বার্থপর লোকও যদ্যপি কেহ থাকেন তাহা হইলে আমরা তাঁহার সাধের স্বত্তার—সার্থের—ক্ষতিকারক হইবে বলিয়া ভোগাধিক্য হইতে বিরত করিব।

ভোগাধিক্যের বিষয়ম ফল।

অবিবাহিত ব্যক্তিই রমণাধিক্যহেতু কষ্ট পাইয়া থাকে, অনেকের এই বিশ্বাস আছে। বিবাহিত ব্যক্তিও প্রায় ঐ পাপের ফল ভোগ করেন।

সর্ব্বদা শুক্রক্ষরণ হইলে কিম্বা সর্ব্বদা কামোদ্দীপন করিলে নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবে। বিবাহিত ব্যক্তি মনে করেন যে তিনি যতবারই কেন স্ত্রী সহবাস করুন না তাহাতে তাঁহার কোন ক্ষতি হইবে না। এই বিশ্বাস ভ্রমাত্মক। অনেকে বিবেচনা করেন যে একরাত্রি বা এক সপ্তাহ অতিরমণ করিয়া, দিনকত তাহা হইতে বিরত থাকিলে কোন অনিষ্টই ঘটে না, ইহাও ভুল।

রমণাধিক্য করিলে লিঙ্গপ্রদাহ হয়, পরিপাকশক্তি ও উৎপাদিকাশক্তি হ্রাস পায়, উদরের পীড়া জন্মায়, বল কমিয়া যায়, ধাতুর পীড়া হয়, উত্তমরূপ নিদ্রা হয় না, উৎসাহ লোপ পায়, স্বর

বিকৃত হয়, পক্ষাঘাত হইতে পারে। ইহাত' গেল পুরুষের কথা, রমণাধিক্যে স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। অনেক স্ত্রীলোক শুদ্ধ এই কারণে জীবন হারায়। হৃদ্‌রোগ, বলাভাব, স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয়শক্তি হ্রাস (অর্থাৎ চক্ষু কর্ণ ইত্যাদির তেজ ও প্রখরতার হ্রাস) অগ্নিমান্দ্য ও মূর্চ্ছা ভোগাধিক্যের চির সহচর। হয়ত অনেকে উল্লিখিত কোন একটী রোগে প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইতে পারেন। রোগের সূত্রপাত হইলেই কুঅভ্যাস ত্যাগ করা চাই; মনেও কুচিন্তার অবতারণা করিতে নাই। তৎপরে চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। চিকিৎসককে ভিতরের কথা সমস্ত খুলিয়া বলিতে হইবে, রোগের কারণ জানিতে পারিলে চিকিৎসার যথেষ্ট সুবিধা হয়। লৌহ (Tincture of iron) ব্যবহার করায় যথেষ্ট উপকার আছে। স্থান পরিবর্ত্তন, ব্যায়াম এবং শীতলজলেস্নান মহদুপকারী। কুঅভ্যাস ত্যাগ না করিলে কিছুতেই কিছু হইবে না; চিকিৎসা বিফল হইবে, রোগ বদ্ধমূল হইয়া শেষে প্রাণ লইয়া টানাটানি আরম্ভ হইবে। পুরুষকে ভোগা-

ধিক্য হইতে বিরত থাকিতে বলিবার আরও একটী বিশেষ কারণ আছে। স্ত্রীর অপেক্ষা পুরুষের রোগ-প্রবণতা অনেক অধিক। অতিভোগ দ্বারা সেই রোগ প্রবণতার প্রশ্রয় দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। কোন্ কোন্ রোগ অধিকাংশ প্রায় পুরুষেরই হইয়া থাকে নিম্নে তাহার এক তালিকা দেওয়া গেল।

রোগের নাম	কাহার অধিক হইবার সম্ভব
উন্মাদ	পুরুষ
ক্ষয় কাশ	ঐ
হাঁপানি	ঐ
যক্ষ্মা	ঐ
ফুসফুসের পীড়া	ঐ
বাত	পুরুষ
"গেঁটে" বাত	চল্লিস বৎসরের পূর্ব্বে পুরুষের পরে স্ত্রীর
উদরী	পুরুষ
যকৃত	স্ত্রী
পেট ফাঁপা	স্ত্রী
ঘুরঘুরিয়া ক্ষত	পুরুষ
পাথরী	পুরুষ

Chorea (দরকা বা আড়াইয়া) প্রায়ই শিশুদের হয়,					
	...	..	...	...	স্ত্রী
অপস্মার	...	...	...	...	ঐ
Aneurism (শিরাব্রণ)			...	...	পুরুষ।
Neuralgia (স্নায়ুদাহ)			...	...	স্ত্রী ও পুরুষ।
বাতশ্লেষ্ম	...	...	...	...	পুরুষ।

অনেকে বলেন যে রমণ না করিলে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া যায়। ইহা নিতান্ত নির্ব্বোধের কথা।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, "ভোগাধিক্য কাহাকে বলেন?" সপ্তাহে দুইবার বা তিন বারের অধিক রতিকার্য্য করাকেই আমরা ভোগাধিক্য বলি। ইহা অপেক্ষা অধিকবার রমণ করিয়াও যদ্যপি কেহ দৌর্ব্বল্য বোধ না করেন তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে সেটী ভোগাধিক্য না হইতে পারে। আমাদের মতে সপ্তাহে দুইবারের অধিক রমণ করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। রতিকার্য্যের পর শরীর বেশ সবল বোধ না হইলে কিম্বা সুনিদ্রা না হইলেই বুঝিতে হইবে যে ক্ষমতার অতিরিক্ত কার্য্য হইয়াছে। রতিকার্য্যের পর শরীর অবশ, মানসিক বৃত্তি নিষ্প্রভ এবং ক্ষুধামান্দ্য হইলে বুঝিতে হইবে যে ভোগাধিক্য করা হইয়াছে।

সন্তানোৎপাদন।

স্ত্রী পুরুষের জাতিগত পার্থক্য, বিবাহপদ্ধতি এবং মানবের কামবৃত্তি শুদ্ধ সন্তানোৎপাদনের জন্য। বিবাহিত ব্যক্তি মাত্রেরই একথাটী মনে রাখা উচিত, এবং ইহা মনে রাখিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

পরস্পরের কিম্বা সমাজের সহিত স্ত্রী পুরুষের অন্য যে কিছু সম্বন্ধই থাকুক না কেন, সকলই সন্তানোৎপাদন কার্য্যের অধীন। সন্তান উৎপন্ন না করা অপেক্ষা ঘোর পাপ আর নাই। পুত্রহীন ব্যক্তি বাস্তবিকই নরকে যায়। শুদ্ধ, সন্তানোৎপন্ন করিলেই হইবে না, সন্তান যাহাতে বুদ্ধিমান ও সবল হইয়া জন্ম গ্রহণ করে তদ্বিষয়ে যত্নবান হইতে হইবে। আমাদের জন্ম ডিম্ব মধ্যে। তবে পক্ষীদিগের ডিম্বের ন্যায় "মনুষ্যডিম্বের" খোলা নাই, এবং পক্ষীর ন্যায় স্ত্রীলোক "ডিম পাড়েনা" ঋতুকালে একটী স্থালী হইতে এক বা ততোধিক

ডিম্ব বহির্গত হইয়া পড়ে। সেই ডিম্বের সহিত মনুষ্য বীর্য্যের সংস্পর্শ হইলেই আর একটী নূতন জীবের সঞ্চার হয়।

গর্ভসঞ্চারণ কালে পিতামাতার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপর গর্ভস্থ শিশুর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা নির্ভর করে।

মদোন্মত্তাবস্থায় গর্ভ সঞ্চার করিলে গর্ভস্থ শিশু জড় হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, নতুবা মূর্চ্ছারোগাক্রান্ত হয়। ভোগাধিক্য, হস্তমৈথুন, প্রচুর খাদ্যাভাব, অত্যধিক শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম, ইত্যাদি কারণে যে সকল লোক ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে তাহাদের সন্তানগণ প্রায়ই সতেজ হয়না।

যাহারা ৩৫ বৎসর বয়সের পর সন্তানোৎপন্ন করে তাহাদের সন্তানগণ কোন মতেই সুস্থ শরীর ও দীর্ঘ জীবী হয়না। ৩৫বৎসর বয়সের পর উৎপাদিত সন্তানগণের দাঁত শীঘ্র পড়িয়া যায়, চুল শীঘ্র পাকিয়া উঠে, এবং তাহারা কোন মতেই অধিক শারীরিক পরিশ্রম করিতে সক্ষম হয়না। পিতা যখন কোনও পীড়া হইতে আরোগ্য হইতেছেন, কিম্বা যখন তাঁহার শরীরে রোগের সূত্রপাত হইয়াছে তখন তাঁহার যে

সন্তানোৎপন্ন হয়, সে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বসন্তকালে পুরুষ সন্তানোৎপন্ন করিতে বিশেষ সক্ষম হয়। এই সময়ে যে সকল শিশু মাতৃজঠরে জন্ম গ্রহণ করে তাহারা সবল ও সুস্থ-কায় হয়। ইংলণ্ডের একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে,বসন্তকালে তদ্দেশে অধিক গর্ভসঞ্চারণ হইয়া থাকে। গর্ভসঞ্চারণ-কালে পিতার মন শান্ত থাকা চাই। কামবৃত্তি অত্যধিক উত্তেজিত হইলেও সন্তানের বিশেষ ক্ষতি জন্মে। তবে পরিমিত রূপে কামবৃত্তি উত্তে-জিত হওয়া চাই। স্ত্রীর সহিত জঘন্য ব্যবহার বা অশ্লীল বাক্যালাপ করিতে নাই।

একজনের কয়টী সন্তান উৎপন্ন করা উচিত? পিতা অনেক গুলি সন্তানের ভরণ পোষণ করিতে সক্ষম হন না, মাতাও বৎসর বৎসর প্রসব বেদনার কষ্টভোগ করিতে ইচ্ছুক হন না।

সুতরাং অনেকেই উল্লিখিত প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। বহুল সন্তানোৎপাদন করিলে পিতা ও মাতা উভয়েরই শরীর ভঙ্গ হইয়া যায়, একথা সত্য। আমাদের দেশে দশ বারটী সন্তানের

অধিক প্রায় কাহার ও হয় না, শেষের সন্তানগুলি প্রায়ই দুর্ব্বল হয়। আমাদের মতে বারটী অপেক্ষা অল্পসংখ্যক সন্তান উৎপন্ন করাই ভাল।

গর্ভাবস্থায় প্রৌঢ়াবস্থার পর এবং ঋতুর পনর দিবস পরে স্ত্রীলোক গর্ভধারণে সক্ষম হয় না। সুতরাং এই সময়ে রতিক্রিয়া করিলে সন্তান উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে না। পিতা যখন অধিক সন্তান পোষণের ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে অক্ষম হইবেন, মাতা যখন প্রসবকষ্টে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িবেন, তখন আর সন্তান উৎপন্ন না করাই কর্ত্তব্য। এরূপ স্থলে ঋতুকালের পনরদিবস মধ্যে রতিকার্য্য না করাই উচিত। কখন কখন রতিকার্য্য একেবারে বন্ধ রাখা আবশ্যক। অনেকে বলিতে পারেন যে শেষ নিয়মটী প্রতিপালন করা কঠিন। যিনি স্ত্রীকে বাস্তবিক ভাল বাসেন তিনি স্ত্রীর কষ্ট নিবারণের জন্য ইহাও করিতে প্রস্তুত হইবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অনেক লোকে গর্ভসঞ্চারণ নিবারণের অন্যান্য অনেক উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। রতি-ক্রিয়ার অব্যবহিত পরে প্রসবদ্বারে পিচকারি

করিবার ব্যবস্থা কেহ কেহ দিয়া থাকেন; কেহ বা উল্লিখিত "খাপ" ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা দেন, কিন্তু আমরা সকল স্থলেই এ প্রকার কার্য্যের অনুমোদন করিতে প্রস্তুত নহি। এ প্রকার অস্বাভাবিক উপায় ব্যবহার করা উচিত নহে। যে আত্মদমন করিতে অসমর্থ সে কি মানব নামের যোগ্য? আত্মদমনে দীক্ষিত হইয়া স্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করতঃ বহু অপত্য নিবারণ করা উচিত। ঋতুর পনর দিবস পরে রতিক্রিয়া করাই একমাত্র স্বাভাবিক উপায়।

ইচ্ছামত কন্যা বা পুত্র উৎপাদন করিতে পারিলে অনেক সুবিধা হয়। অনেকে উপর্য্যুপরি কন্যা বা পুত্র উৎপন্ন করেন, এবং প্রায়ই তজ্জন্য অতীব ক্ষুণ্ণ হন। আমরা একটী নিয়ম লিপিবদ্ধ করিতেছি; সেই নিয়মমতে চলিলে ইচ্ছামত কন্যা বা পুত্র উৎপন্ন করিতে পারা যায়। ঋতুর অব্যবহিত পরেই গর্ভ সঞ্চারিত হইলে গর্ভস্থ জীব কন্যা হইয়া জন্মিবে। ঋতুকালের যত অধিক পরে গর্ভসঞ্চারিত হইবে ততই পুত্র হইবার অধিক সম্ভব। রজোদর্শনের ১২।১৩ দিবস

পরে গর্ভসঞ্চারিত হইলে নিশ্চয় পুত্র জন্মিবে। আয়ুর্ব্বেদের মতে ঋতুর পর যুগ্ম দিবসে গর্ভসঞ্চার হইলে পুত্র জন্মিবে এবং অযুগ্ম দিবসে গর্ভোৎপন্ন হইলে কন্যা জন্মিবে। কিন্তু আমাদের মতে পূর্ব্বের নিয়মটীই অধিক নির্ভরযোগ্য। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে অল্পবয়স্ক ব্যক্তিগণের প্রথম প্রথম কন্যাসন্তান জন্মে। ইহার একমাত্র কারণ এই যে যুবক কামোন্মত্ত হইয়া ঋতুর অব্যবহিত পরেই গর্ভসঞ্চারিত করে। কিন্তু যদি স্বামী স্ত্রী অপেক্ষা অধিক বড় হন তাহা হইলে তাঁহার প্রায়ই পুত্র সন্তান উৎপন্ন হয়। কারণ, অধিক বয়স্ক স্বামীর কামবৃত্তি ততদূর প্রবল না থাকায়, তিনি ঋতুর অব্যবহিত পরেই রতিকার্য্য করেন না।

উত্তরাধিকার।

গুণ ও দোষ, রোগ ও অনাময়।

সন্তান যে পিতার শারীরিক বল ও সৌন্দর্য্যের অধিকারী হয় ইহা প্রমাণ করা কঠিন নহে। পিতাপুত্রের অবয়বের সমতার দৃষ্টান্ত সন্নি-

বেশিত করিবার আবশ্যক নাই, তাহা সকলেই প্রত্যহ লক্ষ করিয়া থাকেন।

সন্তানের বাহ্যাবয়ব প্রায়ই পিতার ন্যায় হয়, আভ্যন্তরীণ আকৃতি মাতার ন্যায় হয়। মাংসপেশী সমুচ্চয় পিতার ন্যায়, স্নায়বিক যন্ত্র ও স্বভাব মাতার ন্যায় হইয়া থাকে। আবার সন্তানের লিঙ্গ-ভেদ অনুসারে এই নিয়মের তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। পিতা কন্যাগণকে মস্তক ও শরীরের ঊর্দ্ধভাগের গঠন প্রদান করিয়া থাকেন। মাতা পুত্রগণকে এই সমুদয় গঠনের অধিকারী করেন। পিতার উচ্চতা বা খর্ব্বতানুসারে সন্তান-গণ উচ্চ বা খর্ব্ব হইয়া থাকে। দ্রব্য কিম্বা অবস্থা বিশেষের প্রতি অনুরাগ বা বিরাগ উভয়ই পিতা কর্ত্তৃক সংক্রামিত হইতে পারে; সন্তানের রুচি প্রায়ই পিতার রুচির উপর নির্ভর করে। পরমায়ু পিতা কর্ত্তৃক সংক্রামিত হইয়া থাকে। যাহার আয়ুঃকাল অল্প তাহার সন্তানগণ দীর্ঘজীবী হয় না। সহস্র চেষ্টা করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন করিলেও অল্পায়ুর সন্তান দীর্ঘজীবী হয় না। দীর্ঘজীবীর সন্তান সহস্র অত্যাচার করিয়াও

বহুদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে। পিতার অঙ্গ-বিকৃতি সন্তানে বর্ত্তিতে পারে ; কিন্তু দৈব বশতঃ যদি পিতার কোন অঙ্গ বিকৃত হইয়া থাকে তাহা হইলে সন্তানের সে অঙ্গ বিকৃত হয় না।

সন্তান গর্ভে সঞ্চারিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই তাহার স্বাস্থ্যের জন্য পিতার যত্নবান হওয়া উচিত। সে সময় সম্যক যত্ন করিলে সন্তান অনেক রোগ হইতে নিস্কৃতি পাইতে পারে।

যদি পিতা মাতা উভয়েরই কোন একটী পীড়া থাকে সন্তান নিশ্চয় সেই পীড়াক্রান্ত হইবে। কিন্তু কেবল একজন যদি পীড়াক্রান্ত থাকেন তাহা হইলে কতকগুলি সন্তান পীড়াক্রান্ত না হইবার সম্ভব। উভয়ের মধ্যে একজন সুস্থ ও সবল হইলে অন্যজনের পীড়া সন্তানে সংক্রান্ত না হইতেও পারে। প্রত্যেক লোকেরই সুস্থ ও সবল দেখিয়া বিবাহ করা কর্ত্তব্য।

যক্ষ্মা পুরুষাণুক্রমে সংক্রান্ত হয়, মাতার যক্ষ্মা থাকিলে সন্তানের যক্ষ্মা নিশ্চয় হয় ; পিতার থাকিলে দুই একস্থলে সন্তান পীড়াক্রান্ত হয় না। মাতার রোগ অধিকাংশ কন্যাতেই বর্ত্তিয়া

থাকে। পিতার রোগ পুত্রে সংক্রান্ত হয়; কিন্তু মানসিক বৃত্তি সম্বন্ধে নিয়মটী ইহার ঠিক বিপরীত। মাতার মানসিক ক্ষমতা পুত্রে বর্ত্তে, পিতার, কন্যায়। "ঘুর্‌ঘুরিয়া ক্ষত" পুরুষাণুক্রমে সংক্রামিত হয়। বাত, হাঁপানি, হৃদ্‌পীড়া, মূর্চ্ছা, উন্মাদ, পক্ষাঘাত, অপস্মার নিশ্চয় সংক্রামিত হয়। মূর্চ্ছা, উন্মাদ, পক্ষাঘাত, অপস্মার এগুলি বায়ুরোগ। পিতা বা মাতার কোন একটী বায়ুরোগ থাকিলে সন্তানের ঠিক সেই পীড়া না হইলেও অপর আর একটী বায়ুরোগ হইবে। সন্তান জন্মগ্রহণ করিলেই তাহার শরীরে পিতা মাতার রোগ লক্ষিত হয় না, সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হইলে সেই সকল রোগ দেখা দেয়। পিতা মাতার যে বয়সে রোগটী হইয়াছিল সন্তানেরও ঠিক সেই বয়সে রোগটী হইবে। বিবাহের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত নিয়ম কএকটী সকলেরই জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

১। বরকন্যা উভয়ের জনক জননীর যদ্যপি কোন সংক্রামকপীড়া থাকে তাহা হইলে সেই বরকন্যার অপত্যাদি সেই পীড়াগ্রস্ত হইবে।

২। যদ্যপি বর কিম্বা কন্যার (একজনের)

পিতা বা মাতার কোনও পীড়া থাকে, আর যদি বরকন্যা উভয়েই সুস্থ ও সবল হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাদের অপত্যাদি পীড়ার হস্ত অতিক্রম করিতে পারে।

৩। যদি পিতা বা মাতার রোগ সত্ত্বেও তাঁহাদের সন্তান রোগগ্রস্ত না হয়, তাহা হইলে রোগ যে আর সে বংশে লক্ষিত হইবে না এমন নহে। রোগ পৌত্রে বা দৌহিত্র-পুত্রে বর্ত্তিতে পারে।

৪। কিন্তু যদি সন্তানের সন্তানেও সে রোগ পরিলক্ষিত না হয় তাহা হইলে সে বংশে আর সে রোগ সংক্রান্ত হইবার ভয় থাকে না।

চিকিৎসকেরা উপর্য্যুক্ত রোগ সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, অনেকেই তাহা অবগত না থাকায়, না বুঝিয়া বিবাহ করিয়া থাকেন। সুতরাং প্রায়ই পিতৃপীড়াযুক্ত অনেক শিশু ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করে। সময়ে যত্ন করিলে এই সকল শিশু পীড়ার কষ্ট হইতে নিস্তার পাইতে পারে। নিতান্ত শৈশবাবস্থা হইতে রীতি-মত যত্ন করিলে শিশুর শরীরে পিতৃরোগ স্থান

প্পায় না। পিতৃরোগগ্রস্ত শিশুকে বিশেষ যত্নের সহিত লালন পালন করা উচিত। শিশুকে উষ্ণ বস্ত্রে আবৃত রাখিতেহইবে, প্রত্যহ বায়ু-সেবন করাইতে হইবে, স্নানাদি শিশুস্বাস্থ্যদায়ী ব্যবস্থা সকল অনুসরণ করিতে হইবে। এই শিশু যৌবনকাল প্রাপ্ত হইলেও ইহার স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যৌবন প্রারম্ভে মানসিক পরিশ্রম অত্যধিক না হওয়াই প্রার্থনীয়। যাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ যক্ষ্মা, উন্মাদ বা পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত ছিলেন তাঁহার কোন মতেই অত্যাধিক মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রম করা উচিত নহে; সুনিয়মে আহার, বিহার ও ব্যায়াম করা তাঁহার পক্ষে অতিশয় উপকারী। পূর্ব্ব পুরুষ হইতে সংক্রান্ত পীড়ার নিবারক ঔষধের মধ্যে Cod Liver Oil একটী প্রধান। দিন তিনচামচ করিয়া সেবন করা উচিত।

রোগ পিতামাতা কর্ত্তৃক সন্তানে সংক্রামিত হইয়া পুরুষাণুক্রমে সংক্রান্ত হইতে পারে। কিন্তু পিতামহ কর্ত্তৃক পৌত্রে রোগ সংক্রান্ত হওয়া অসম্ভব নহে। পিতামহ কোন বিশেষ রোগগ্রস্ত

ছিলেন, পিতা সে রোগগ্রস্ত হইলেন না, কিন্তু পুত্র সে রোগাক্রান্ত হইতে পারে। প্রপিতামহের পীড়াও এই প্রকারে প্রপৌত্রে সংক্রান্ত হইতে পারে। আবার পিতামহ বা প্রপিতামহের রূপ ও গুণ পৌত্র বা প্রপৌত্রে সঞ্চারিত হইতে পারে। মানব মাতামহকুলের রূপ গুণও পাইতে পারে; "নরাণাং মাতুলক্রমঃ" প্রবাদ--বাক্যটী এই জন্যই প্রচলিত হইয়াছে।

গর্ভসঞ্চারণকালে পিতামাতার যে বয়স সেই বয়স সুলভ অনেক গুণ বা দোষ সন্তানে সংক্রামিত হয়। ৯৪ বৎসর বয়সের সময়, একব্যক্তি বিবাহ করিয়াছিল। তাহার তিনটী সন্তান জন্মিয়াছিল তিনটী সন্তানেরই মাথার চুল শাদা হইয়াছিল, তাহাদের দাঁতও উঠে নাই।

ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির সন্তানগণ ধীশক্তি-সম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করে। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই ধীশক্তি সম্পন্ন হইলে সন্তানের ধীশক্তি অতিশয় প্রখর হয়। পিতামাতার মানসিক বৃত্তিনিচয় সন্তানে সঞ্চারিত হয়। বুদ্ধিমানের সন্তান বুদ্ধিমান হয়। তবে মাতার বুদ্ধি নিতান্ত অল্প হইলে,

পিতার বুদ্ধি সাতিশয় প্রখর হইলেও, সন্তান নির্ব্বোধ হইবার সম্ভাবনা। অতি নির্ব্বোধের সন্তান নির্ব্বোধ হয় না। আবার এদিকে সাতিশয় প্রতিভাশালীর সন্তান প্রতিভাশালী হয় না। প্রতিভা সঞ্চারিত হয় না। অপরিমিত মদ্য-পায়ীর সন্তান অপরিমিত মদ্যপায়ী হইয়া থাকে। সহস্রচেষ্টা করিলেও অভাগা মাতা-লের সন্তান প্রায়ই মদ্যপান হইতে বিরত থাকিতে পারেনা। পিতা যে চিন্তাস্রোত বা যে বৃত্তি প্রবণতা কর্তৃক চালিত হইতেন সন্তানও সে সকল চিন্তাস্রোত ও বৃত্তিপ্রবণতার অধীন হইবে। চৌর্য্যপ্রবণতা, অতিভোজনেচ্ছা ইত্যাদি পুরুষাণুক্রমে সংক্রান্ত হইয়া থাকে। অহঙ্কার, কাপুরুষত্ব, ঘৃণা, দ্বেষ, ক্রোধ, লাম্পট্য ইত্যাদি সংক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। সুশিক্ষালব্ধ দুই একটি গুণ পুরুষাণুক্রমে সংক্রান্ত হইতে পারে।

কখন কখন সন্তান পিতামাতার ন্যায় হয় না। কখন কখন পৌত্র পিতামহের ন্যায় হইয়া থাকে, কখনবা পিতা ও মাতা উভয়ের রূপ গুণ একত্রে মিশ্রিত হইয়া এক অভিনব পদার্থ সৃষ্ট হয়।

পিতা মাতা উত্তমরূপ আহারাদি না পাইলে সন্তানগণ তাঁহাদের সৌসাদৃশ্য প্রাপ্ত না হইতে পারে। আবার গর্ভসঞ্চারণ কালে পিতা মাতার শারীরিকওমানসিক অবস্থানুসারে সন্তানের অবস্থা হইয়া থাকে।

সমাপ্ত।